ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 March, 2021 ■ আগরতলা, ২ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১৭ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হয়ে গেল, বুঝতেও পারলাম না, টিকা নিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী

করোনার টিকা নিলেন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু, নীতিশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : দারুণ লাগছে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভারত বায়োটেকের করোনা টিকা দেওয়ার পর এমনটাই জানান দিল্লির এইমসের নার্স পি নিবেদা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর টিকাকরণের দায়িত্বে ছিলেন কেরালার নার্স রোসাম্মা অনিল এবং পুদুচেরির নার্স পি নিবেদা। নিবেদা জানিয়েছেন, গত তিন বছর ধরে দিল্লি এইমসে কর্মরত আছেন তিনি। কিন্তু রবিবার রাতেও ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে তিনিই মোদীকে টিকা দেবেন। সোমবার সকালে সেই বিষয়ে জানতে পারেন। এদিন সকালে ফোন করে ডাকা হয়। জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে টিকা দেবেন তিনি। সেইমত এদিন সকাল ৬ টা ২৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীকে ভারত বায়োটেকের করোনা টিকা কোভ্যাক্সিন-এর প্রথম ডোজ দেন নার্স।

গুরুদায়িত্ব পালন করেন দিল্লির এইমসের নার্স পি নিবেদা।তিনি বলেন, 'আমি টিকা কেন্দ্রে কর্মরত। আমায় ফোন করা হয়। জানতে পারি যে আজ প্রধানমন্ত্রী স্যার আসছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেরে দারুণ লাগছে।' সিস্টার পি নিবেদা আরও জানান, টিকা নেওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন মোদী। নার্স বলেন, "উনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন যে আমাদের বাড়ি কোথায়। টিকাকরণের পর উনি বলেন যে হয়ে গেল, বুঝতেও পারলাম না।"

প্রসঙ্গত, দিল্লির এইমস হাসপাতালে গিয়ে কোভ্যাক্সিন টিকা নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন তিনি। এদিন নিজেই টুইট করে সেই খবরও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন সকালে এইমসের নার্স পি নিবেদিতা তাঁকে কোভ্যাক্সিনের প্রথম ডোজ দেন। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "এইমস থেকে করোনা টিকার প্রথম ডোজ নিলাম। চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীরা খুব অল্প ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বতন সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ব্যপক অনিয়ম হয়েছে কেন্দ্রকে জানাবে বর্তমান সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাজ্যে যেসমস্ত কাজকর্ম হয়েছে এনিয়ে পূর্বতন সরকারের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার। এই যোজনায় আর্থিক বরাদ্দ এবং ব্যয়ের মধ্যে অসংলগ্নতা রয়েছে বলে দাবি করেছে বর্তমান সরকার। তাই এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের গোচরে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। পশাপাশি এনএইচসিএল এর ভূমিকাও রহস্যজনক এবং অনিয়মের ইঙ্গিত মিলেছে। যদি এইচএসসিএল গোটা বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান না করে তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হবে রাজ্য সরকার।

সোমবার মহাকরণে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় বিশেষ করে এডিসির পাহাড়ী এলাকায় এই যোজনার সঠিক বাস্তবায়ন করা হয়নি। শুধু তাই নয় এনএইচসিএল বিভিন্ন সংস্থাকে অতিরিক্ত টাকা দিয়েছে বলেও তথ্য প্রমাণ মিলেছে। আইনমন্ত্রী আরও জানান, এমন অনেক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তের ওপারে মাদক বিক্রি, বাংলাদেশে ধৃত ভারতীয় দুই কৃষককে কারাগারে বন্দী

আগরতলা, ১ মার্চ (হি.স.) : সীমান্তের ওপারে গিয়ে মাদক পাচারের অপরাধে দুই ভারতীয় কৃষকের ঠাঁই হলো বাংলাদেশের কারাগারে। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের সীমানায় মাদক পাচারের সময় দুই ভারতীয় কৃষককে আটক করেছেন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড-এর (বিজিবি) জওয়ানরা। তাদের বাংলাদেশের মৌলভিবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল থানায় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিজিবি। দুই কৃষকের প্রত্যাবর্তন নিয়ে বিএসএফ-বিজিবির মধ্যে এখন কোনও বৈঠক হবে না। বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিক নভনিত কুমার মেহেতা জানিয়েছেন, ওই দুই কৃষকের বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিচার হবে। পুলিশ জানিয়েছে, খোয়াই জেলার করঙ্গিছড়া এবং বিদ্যাবিল সীমান্ত এলাকায় ওই ঘটনাটি ঘটেছে।

খোয়াইয়ের পুলিশ সুপার কিরণ কুমার জানিয়েছেন, গত শনিবার সকালে করঙ্গিছড়া বিওপি-র গেট নম্বর ২৬ দিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে কৃষি জমিতে কাজ করার জন্য বিএসএফ থেকে অনুমতি নিয়ে যান স্থানীয় চার কৃষক। কিন্তু, দুপুরের পর দুই কৃষক ফিরে আসেন এবং তারা বিএসএফ-কে জানান, অন্য দুজনকে বিজিবি আটক করেছে। তাদের দেওয়া তথ্যে জানা গিয়েছে, পূর্ব করঙ্গিছড়ার বিদ্যাবিল এলাকার বাসিন্দা রাজীব দেববর্মা এবং গুরুপদ দেববর্মাকে বিজিবি আটক করেছে। তবে, এ-বিষয়ে খোঁজ নিয়ে বিজিবি-র কাছ থেকে বিএসএফ জানতে পেরেছে ধৃত দুই কৃষককে বাংলাদেশে মাদক পাচারের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। খোয়াই জেলা পুলিশ সুপারের দাবি, ওই দুই কৃষক ভারতীয় সীমান্ত থেকে ৩০০ মিটার বাংলাদেশের অংশে গিয়ে মাদক পাচারের সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছেন।

তিনি জানান, বিজিবি ওই কৃষককে আটক করে মৌলভিবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওইদিনই রাজীব দেববর্মার স্ত্রী স্বামীর সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং আধার কার্ডের ফটো কপি পাঠিয়েছেন। এদিকে, ওই দুই কৃষকের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আজ সন্ধ্যায় বিজিবি-বিএসএফ আধিকারিক স্তরে ফ্ল্যাগ মিটিং হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা বাতিল হয়েছে গিয়েছে।

বিএসএফ-র জনসংযোগ আধিকারিক নভনিত কুমার মেহেতা জানিয়েছেন, বিজিবি ধৃত কৃষকদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। তেমনি, বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সে দেশের আদালত তাদের কারাগারে পাঠিয়েছে। ফলে, এখন বাংলাদেশের আইন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তালতলা গ্রামে যুবক আহত সংঘবদ্ধ হামলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানা এলাকার তালতলা গ্রামে সৎ ভাই ও ভাতিজাদের আক্রমণে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে এক যুবক।মধুপুর থানার তালতলা গ্রামে এক যুবককে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে তারই সৎভাই এবং দুই ভাইপো।

সংবাদ সূত্রে জানা যায় রহিম মিয়া এবং তার সৎ ভাই তনু মিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই কলহ চলছিল। তনু মিয়ার দুটি বাড়ি রয়েছে। দুটি বাড়ির দূরত্ব প্রায় ৫০০ মিটার। সৎ বড় ভাই তনু মিয়ার দুই ছেলে রয়েছে। ছেলেরা আলাদা বাড়িতে থাকে। তনু মিঞা ছেলেদের অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়িতে গিয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে অবৈধভাবে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় বলে অভিযোগ। তার সৎ ভাই রহিম মিয়া শারীরিক সম্পর্ক দেখে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লরি চালক হত্যাকান্ডে জড়িত দুই অভিযুক্ত পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। ধলাই জেলার আমবাসা থানাধীন সালেমার লাল লালছড়ি এলাকায় লরি চালককে খুনের ঘটনায় জড়িত দু"জনকে আটক করেছে আমবাসা থানার পুলিশ।ধলাই জেলার আমবাসা থানা এলাকার লাল ছড়ি এলাকায় লরি চালককে খুন করে নগদ ৪০ হাজার টাকা এবং মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার পর হত্যার ঘটনায় জড়িত দু"জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে আমবাসা থানার পুলিশ।

ধৃতরা হলো মাইকেল হালাম এবং ফেরেডন মগ। তাদের বাড়ির ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মিটার দূরে।তাদের বিরুদ্ধে আমবাসা থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট মামলা করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে আমবাসা থানার পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত বোলেরো পিকআপ গাড়ি আটক করতে পারেনি পুলিশ। আটক দুই সন্দেহভাজন খুনিকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান আমবাসা থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার। গত শুক্রবার সন্ধ্যারাতে আমবাসা থানা এলাকার লাল ছরি সেন্ট আর্মড মিশন সংলগ্ন এলাকায় একটি পণ্যবাহী আটক করে চালককে হত্যা করে নগদ ৪০ হাজার টাকা এবং মোবাইল ফোন নিয়ে গিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। নিহত গাড়ির চালকের নাম প্রদীপ দেবনাথ।তার বাড়ি তেলিয়ামুড়ার শান্তিনগর এলাকায়।

দাবী পুরণ না হওয়ায় তালা দেয়া হল স্কুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। গোমতী জেলার উদয়পুরের তইনানীর পি কে সি পারা দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে সোমবার বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়।

উদয়পুরের তইনানীর পি কে সি পারা দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে সোমবার ক্লাস বয়কট করে বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা দাবিগুলি সমর্থনে স্লোগান দিতে থাকে।দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে তাদের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন। বিদ্যালয়ে ককবড়ক বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ, করণিক নিয়োগ ,ডাইনিং রুম ,তৈরি করা ,বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে বাঁশের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তুলতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ মার্চ (হি.স.)।। শিল্প ও গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে বাঁশ এবং বাঁশজাত সামগ্রী ব্যবহারের উপর আজ সোমবার প্রজ্ঞাভবনে একদিবসীয় এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা প্রজ্ঞাভবনের ৪ নম্বর হল-এ এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, ভোপালস্থিত সি এস আই আর অ্যাডভান্সড ম্যাটেরিয়েলস অ্যান্ড প্রসেস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্বউদ্যোগী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, বাঁশ হলো সবুজ সোনা। ত্রিপুরায় কিছুকাল আগেও বাঁশের প্রচুর

ব্যবহার ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাঁশের দাম অনেক বেড়ে গেছে। তাই গৃহ নির্মাণ সহ অন্যান্য কাজে মানুষ বাঁশের বিকল্প হিসেবে অন্য জিনিসের প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী শিল্প ও গৃহ নির্মাণে বাঁশের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে বাঁশের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বাঁশভিত্তিক শিল্প সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দয়ী বললেন সিটু নেতা

আগরতলা, ১ মার্চ (হি.স.)।। পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দয়ী বললেন সিটু-র ত্রিপুরা প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক শঙ্করপ্রসাদ দত্ত। সোমবার জ্বালানি তেল এবং রান্নার গ্যাসের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আগরতলায় সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সিটু) বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে। মিছিল থেকে পেট্রোপণ্যের মূল্য হ্রাসের দাবি তুলেছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন। সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

সিটু-র প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ শঙ্করপ্রসাদ দত্ত বলেন, সাধারণ মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ভীষণ নির্দয়ী। তিনি বলেন, বিরোধী থাকার সময় জ্বালানি তেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতো বিজেপি। অথচ, ক্ষমতায় আসার পর থেকে তারা কর্পোরেট সেক্টরকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

তাঁর অভিযোগ, অপরিশোধিত তেলের দাম যখন ১০৮ টাকা ছিল তখন পেট্রোল ৭১ টাকায় এবং ডিজেল ৫৬ টাকা প্রতি লিটারে বিক্রি হতো। অথচ এখন অপরিশোধিত তেলের দাম কমে ৬০ টাকা হয়েছে, অথচ পেট্রোল প্রতি লিটার ১০০ টাকায় পৌঁছে গেছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাস থেকে মুনাফা কামাচ্ছে, তহবিল বাড়াচ্ছে। অথচ, সাধারণ মানুষের কথা ভাবছে না। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলেই পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমাতে পারে। শুধুমাত্র, করের হার কমিয়ে দিলেই দাম হু হু করে কমে যাবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার বদলে পুঁজিপতিদের ১০ লক্ষ কোটি টাকার কর ছাড় দিয়েছে। তাতে, সাধারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট বয়কট, পোস্টার সেঁটে হুশিয়ারী ক্ষুব্ধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। শান্তির বাজার মহকুমার কাঁঠালিয়া ছড়া এডিসি ভিলেজের পঞ্চায়েত পাড়ার ১ নং ওয়ার্ডে শ্যামা প্রসাদ মুড়াসিং পাড়া থেকে বুদ্ধ মন্দির পর্যন্ত যাতায়তে রাস্তাটি দীর্ঘ অনেকবছর যাবৎ ভগ্ন দশায় পরিনত হয়েরয়েছে। এই এলাকায় প্রায় ১৫০ পরিবারের লোকজনের বসবাস। এলাকার অধিকাংশ লোকজন কৃষি কাজর উপর নির্ভরশীল।

এলাকার লোকজনেরা রাস্তা নির্মানের কাজে হাতনাদিলে ভোট বয়কটের সিদ্বান্তনিলো। এইনিয়ে মনপাথর ফাঁড়ী থানা সংলগ্ন এলাকায় পোস্টারিং করলো এলাকাবাসী। এতে স্পষ্ট ভাষায় লেখারয়েছে রাস্তা নাই ভোট নাই। রাস্তা ঠিককরেদাও ভোট নাও। এই বিষয়ে এলাকাবাসীর নিকট জানতে চাইলে উনারা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান দীর্ঘ বাম আমলে এই রাস্তার জন্য এলাকাবাসীকে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়েছে।

উনারা অনেক আশাকরে রাজ্যে পরিবর্তনের ডাকে সারাদিয়ে নতুন সরকার গঠনে সাহায্যের হাতবাড়ীয়েদিয়েছে। কিন্তু দেখাগেলো বাম আমলের ন্যায় এই রাম আমলেও এলাকাবাসীদের একই সমস্যার মধ্যদিয়ে দিন কাটাতেহচ্ছে। এলাকার অধিকাংশ লোকজন কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল হবারফলে উনাদের উপাৎদিত কৃষিজফসল বাজারজাত করতে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয় বলে জানান। এলাকার এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের সমাজজীবনে সমাজপতিদের মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর/ সাব্রুম/ শান্তিরবাজার, ১ মার্চ।। গত প্রায় ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যের ৭টি জনজাতি সম্প্রদায়ের জনগণ এবং প্রধান সমাজপতিদের সঙ্গে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন,আমি অত্যন্ত খুশি যে, তাঁরা প্রত্যেকেই যার যার সমাজের উন্নয়নের জন্য ভাবছেন। আমি গর্বিত যে রাজ্যের ক্ষত্রীয়, চাকমা, ত্রিপুরী, মগ, রিয়াং, জমাতিয়া ও মলসুম সমাজের সমাজ পতিদের আমি নিজ হাতে সম্মানিত করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের এই প্রাপ্য সম্মান তাঁদের দেওয়া হয়নি। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যও রাজ্যের জাতি-জনজাতি সবাইকে নিয়ে উন্নত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা আজ সার্থক হতে চলছে। আর দেশের বর্তমান

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস-এর মন্ত্র নিয়ে দেশকে পরিচালিত করছেন এবং সেই ধরাতেই রাজ্য সরকারও কাজ করে যাচ্ছে।

জনজাতিদের সমাজজীবনে সমাজপতিদের মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। জনজাতিদের ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রত্যেক জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতিগণ অগ্রণী ভূমিকা নেন। সমাজপতিরাই জনজাতিদের সমাজের ধারক ও বাহক। আজ কিল্লা ব্লকের জয়িংকামী মাঠে জমাতিয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শনে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের, সহায়তার আশ্বাস

আগরতলা, ১ মার্চ (হি.স.) : অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের খোঁজ নিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সোমবার সদর মহকুমাশাসকও আগুনে ভস্মীভূত দোকান ও বাড়ি ঘুরে দেখেছেন। সরকারি সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন।

রাজধানী আগরতলায় নাগেরজলার মর্ডান ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় রবিবার সন্ধ্যা রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি বসতবাড়ি সহ পাঁচটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন এবং স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সোমবার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শনে যান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ দোকান মালিক ও ভুক্তভোগী বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এর আগে অবশ্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ক্ষতিগ্রস্থদের বিষয়ে খোঁজ নেন। সদর মহকুমাশাসক জানান, গতকাল রাতেই প্রশাসনের একটি দল এলাকায় গিয়েছে।

তিনি বলেন, বাড়ির মালিক ও তাঁর ভাড়াটে দোকান এবং ভাড়াটের ঘড় আগুনে পুড়েছে। তাতে স্কুটার মেকানিকস, বৈদ্যুতিন সামগ্রীর দোকান, জেরক্সের দোকান এবং সেলুন রয়েছে। তবে, কী কারণে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করার বিষয়টিও দেখা হচ্ছে। দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে বলে জানান সদর মহকুমাশাসক অসীম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৪১ ◘ ২ মার্চ ২০২১ ইং ◘১৭ ফাল্গুন ◘ মঙ্গলবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রচলিত শক্তি

পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে গোটা বিশ্ব। অপ্রচলিত শক্তিকে গোটা বিশ্বেই জনপ্রিয় করিবার জন্যয নানা প্রয়াস শুরু হইয়াছে।পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে বিশ্ব জুড়িয়া অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়া শুরু হইয়াছে অনেক দিন। তবে আন্তর্জাতিক অপ্রচলিত শক্তিভাণ্ডার পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার সদস্যদের একাংশের দাবি, গোটা বিশ্ব জুড়ে আবহাওয়া পরিবর্তনে প্রভাবিত হইতে পারে অপ্রচলিত শক্তির উৎপাদনও। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, জলবিদ্যুতের কথা। প্রথম দিকে এই শক্তি বিপুল সম্ভাবনাময় বলিয়া মনে হইলেও, বিশ্বজুড়ে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, উষ্ণতার খামখেয়ালিপনা এবং ভূমিক্ষয় বাড়ার সঙ্গে নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে শুরু করিয়াছে এই শক্তির উৎপাদনেও। ২০১৮-তে দীর্ঘকালীন খরার কারণে শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছিল আফ্রিকা মহাদেশের ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। এতে ওই জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভাবিত ইয়াছিল।সে দিকে তাকাইয়াই গবেষকেরা দাবি করিয়াছেন, আগামী দিনে কোনও একটি শক্তি সম্পদের উপরে বেশি নির্ভরশীল না হইয়া সবগুলির সমব্যবহার স্থিতিশীল উন্নয়নে সহায়ক হইবে। সেই প্রেক্ষিতে বাড়িতেছে ভূগর্ভস্থ তাপশক্তির গুরুত্ব। গবেষকদের দাবি, পরিকল্পনামতো এগোলে বিশ্বে তৃতীয় অপ্রচলিত শক্তি হিসেবে এটি উঠিয়া আসীবে। যদিও ভূগর্ভস্থ শক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা নতুন নয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই শক্তিকে কাজে লাগাইতে উদ্যোগ শুরু হইয়াছে। তবে এখনও অনেক পথ পেরনো বাকি।

ভূগর্ভস্থ শক্তিকে দু'ভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে। প্রথমত, ভূগর্ভে জলাধার তৈরি করিয়া তাহা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, যা 'স্টিম মেথড' নামে পরিচিত। অন্যটি লাভা বা ম্যাগমার তাপ থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন। তবে এই শক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা রহিয়াছে। প্রথমত, এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়িয়া তোলা দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপাদন কমিলেও সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির ভয় রহিয়াছে। পাশাপাশি, ভূগর্ভের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকিলে লাভা ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে বড় দুর্যোগ ঘটাইতে পারে।

তবে গবেষকদের একটি অংশের দাবি, প্রাথমিক বাধা কাটাইতে পারিলে প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অতিক্রম করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো তৈরি খরচ ও সময়সাপেক্ষ, তাহা নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু এক বার পরিকাঠামো তৈরি হইলে ধীরে ধীরে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। উৎপাদন বাড়িলে সস্তা হইবে বিদ্যুৎও।সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যান বলছে, ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়িয়া তোলার পরে বিরাট খরচ না করিয়াই পরবর্তী সময়ে ফিলিপিন্স, আইসল্যান্ডের মতো দেশে উৎপাদন বাড়াইয়া এই শক্তিসম্পদকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে ফিলিপিন্সের বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় কুড়ি-পঁচিশ শতাংশ ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে উৎপাদিত হইতেছে। আইসল্যান্ডের ক্ষেত্রে অন্য কোনও শক্তিশম্পদ না থাকায় ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতই সব চাহিদা মিটাইতেছে। আর ২০১০ সালে এই শক্তিকে কাজে লাগাইয়া গোটা বিশ্বে যেখানে ১০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইয়াছিল, ২০১৮-তে তাহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৩.৩ গিগাওয়াটে। বর্তমানে আমেরিকা ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষে রহিয়াছে।

এ দিকে, দুর্ঘটনা ও দূষণ প্রসঙ্গে যে আশঙ্কার কথা উঠিয়ি আসিতেছে, তাহাকেও খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ গবেষকদের একাংশ। তাঁহাদের দাবি, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো গ্যাসকে বাতাসে মেশার আগেই বন্দি করা সম্ভব। এ ছাড়া, এ ধরনের 'পাওয়ার প্ল্যান্ট'গুলি যেহেতু লোকালয়ের বাইরে করা হয়, তাই ক্ষতির আশঙ্কা অনেক কম।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলি ক্রমশ ঝুঁকিতেছে। ফিলিপিন্স, আইসল্যান্ডের পাশাপাশি, পেরুর মতো দেশেও এই শক্তিকে কাজে লাগাইতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রেও হিমালয়ের মতো এলাকায় এই শক্তিকে কাজে লাগাইয়া লাভজনক হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। আন্দামান-নিকোবরের মতো এলাকাতেও আগ্নেয়গিরির অবস্থানকে কাজে লাগাইয়া ভূগর্ভস্থ শক্তিভাণ্ডার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতে পারে। তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে সমীক্ষা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন। ভারতের মতো দেশে দূষণ প্রতিরোধে আগামী দিনে এই শক্তি চালিকাশক্তি হইয়া উঠিতে পারে, আশা গবেষকদের। অপ্রচলিত শক্তিকে ব্যবহারের জন্য জনগণকেও সচেতন করিতে হইবে।

২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনার বলি ১০৬, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ঊর্ধমুখী অ্যাকটিভ কেসও

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি. স.) : সোমবার দেশজুড়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের টিকাকরণ। তারই মধ্যে সোমবার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ঊর্ধমুখী অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১০৬ জনের।

এদিন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ৫১০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা আগের দিনের থেকে নামমাত্র কম। ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৩১ জন। গত কয়েকদিনের মতোই উদ্বেগ বাড়াল ঊর্ধমুখী অ্যাকটিভ কেস। বর্তমানে করোনার চিকিৎসাধীন ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬২৭ জন। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টাতেই করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১০৬ জনের। দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৫৭ জন। দেশে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৫৭ জন করোনা মুক্ত হয়ে উঠেছেন। যাঁদের মধ্যে গত একদিনে সুস্থ ১১ হাজার ২৮৮ জন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দায়িত্ব নিলেন পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : দায়িত্ব পাওয়ার পরই রাজ্যে এলেন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে। সোমবারই কাজ বুঝে নিতে শুরু করলেন তিনি। ভোটের দামামা বাজিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। একুশের নির্বাচনী লড়াই হতে চলেছে খানিকটা অন্য আবহে। নিয়মকানুনও বদলেছে অনেকটা। তাই পরিস্থিতির উপর আরও বেশি নজর রাখতে আগে থেকেই কাজে নামলেন বিবেক দুবে। ২০১৯ -এর লোকসভা ভোটেও বাংলার পুলিশ পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব সামলেছেন এই আইপিএস। ফলে বাংলার ঘাঁটি তাঁর বেশ খানিকটা চেনাই। কিন্তু বিধানসভা ভোটের আগে আরও বহু এলাকার পরিস্থিতি বুঝে নিতে আগেভাগেই পশ্চিমবঙ্গে পা রাখছেন বিবেক দুবে। কমিশন সূত্রে খবর, পুলিশ পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি নিরাপত্তাবাহিনীর সমন্বয়ের ভারও নেবেন তিনি। এ বছর রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে প্রায় ১২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার কথা। কীভাবে কোথায় তা মোতায়েন করা হবে, সঙ্গে রাজ্য পুলিশ কীভাবে কাজ করবে, এবার আর সেই দায়িত্ব শুধুই রাজ্য প্রশাসনের নয়। রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ হবে। সেই সমন্বয়ের কাজটি করতে পারেন বিবেক দুবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভ্যাকসিন স্বদেশিয়ানা

সঞ্জয় দাশগুপ্ত

মুক্তি-র চেহারা কেমন? কেমন দেখতে মুক্তিকে? চোখ বুজে যদি 'মুক্তি' শব্দটা মনে করি, তাহলে মনের আয়নায় কোন ছবি ভেসে ওঠে? জীবনানন্দের 'সিন্ধুসারস'? 'বরফের মতো শাদা ডানা দু'টি আকাসের গায়/ ধবলে ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়' না কি একেবারে উল্টো রং? নিকষ বিদ্যুতের ঝলকের মতো দৌড়ে শেষের ফিতে বুকে কাটছেন উসেইন বোল্ট?

আমি কিন্তু মুক্তির আটপৌরে চেহারাটা দেখলাম দিন চারেক আগের এক সকালে। দরজার ফাঁক দিয়ে কার্পেটের উপর নিঃশব্দে আছড়ে পড়া ছাপানো চিঠির খামে। খুলে দেখলাম আমার কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার ডাক পড়েছে।

শুধু আমার একার নয়। ব্রিটেনে ১ লাখ ২০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন কোভি এবং কোভিড-সংক্রান্ত সমস্যায়। সেখানে মৃতের সংখ্যা এরকম আকাশ -ছোঁয়া , সেখানে সরকারের বিরুদ্ধে দেশের বিরাট অংশের মানুষের ক্ষোভ, উষ্মা, অনুযোগ, অভিযোগের পাহাড় জমে উঠবে—আশ্চর্য কী?

জনরোষের সেই ধিকিধিকি জ্বলতে -থাকা চাপা আগুনটা আছেই, তা সত্ত্বেও কিন্তু একটি বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সাফল্য স্বীকার করে নিচ্ছেন প্রায় প্রত্যেক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অ্যাস্ট্রোজেনেকা যে টিকা তৈরি করেছে সেটার গবেষণা এবং প্রাথমিক উৎপাদনের কাজটুক তো ব্রিটেনেই হয়েছে। তাছাড়াও মার্কিন সংস্থা ফাইজারের সঙ্গে জার্মান সংস্থা বায়োনটেকের তৈরি প্রতিষেধকটিরও তিন কোটি ডোজ অনেক আগে থেকে কিনে রেখেছিল গ্রেট ব্রিটেন। ফলে এদেশে করোনা ভাইরাস প্রতিষেধক টিকা অপ্রতুল নয়। টিকাদান প্রকল্পটিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও নেই। পুরো প্রক্রিয়া সুচারুভাবে পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব এদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার এনএইচএসের হাতে। সে দাযিত্ব তারা পান করছে দক্ষতার সঙ্গে।

এই পর্যন্ত গল্পটা ঠিকই ছিল। গোলামাল বাধল তারপর। প্রথমত দেখা গেল, ফাইজাব-বায়োনটেকেব প্রতিষেদকটি এদেশের বাইরে তৈরি হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যতটা তৎপরতার সঙ্গে ওষুধটির উপর সরকারি অনুমোদনের সিলমোহর বসিয়ে দিল, ইউরোপের অন্য কোন ও দেশ তা করল না, বা করতে পারল না। সংক্রামক ব্যধির বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে নামজানা বিশেষজ্ঞ ডক্টর অ্যান্থনি ফাউচি তো বলেই ফেললনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করা উচিত ছিল ভ্যাকসিন অনুমোদন করার আগে।

মতবিরোধের প্রথম তিরটি নিক্ষিপ্ত হল। শুরু হল অতিমারীর প্রতিষেধক নিয়ে অদ্ভুত চাপানউতোরের খেলা। কার্যত কিন্তু দেখা গেল, ফাইজারের ভ্যাকসিন নিয়ে সমস্যা নেই। ব্রিটেনের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রে পরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন---একে একে প্রত্যেকের অনুমোদন পেল ফাইজারের ভ্যাকসিন। কিন্তু করোনা প্রতিষেধক নিয়ে বিতর্ক থামল না। পল ইউলিয়ামস ডাক্তার। উত্তর পূর্ব ইংল্যান্ডের দক্ষিণ স্টকটন কেন্দ্র থেকে একসময় লেবার পার্টির হয়ে ভোটে জিতে পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন। এবছরের গোড়ার দিকে ডক্টর উইলিয়ামস বলেন, যে, তাঁর এলাকার অনেকে নাকি ফাইজারের প্রতিষেধক টিকা নিতে চাইছেন না। অপেক্ষা করছেন করে অক্সফোর্ড -অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকাটি পাওয়া যাবে। টুইটারের লেখেন ডক্টর উইলিয়ামস, 'কিছু মানুষ টিকা না নিয়ে বলছেন তাঁরা স্বদেশের (ইংলিশ) প্রতিষেধকটির জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। অতিমারীর আবহে এই ধরনের জাতীয়তাবাদের কিন্তু মূল্য চোকাতে হবে। বিচিত্র বিপন্ন এই আখ্যানটির পরের অধ্যায়টি লেখা হল জার্মানিতে। সেখানে দেখা গেল। ইংল্যান্ডের ঠিক উল্টো পরিস্থিতি। অনেকেই চাইছেন ফাইজার-বায়োনটেকের প্রতিষেধক। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার দিকা দিতে গেলে অনেকেই তা নিতে অস্বীকার করছেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জার্মান কর্তৃপক্ষের হাতে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনের চোদ্দো লক্ষ ডোক মজুত আছে। ব্যবহার করা গিয়েছে মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার ডোজ। ব্যাপারটা এই পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, জার্মানির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেন্‌স স্পহান-কে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে বলতে বয়েছে যে, ব্রিটেনে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন নিরাপদ এবং কার্যকর। বার্লিনের মেয়র মাইকেল মুলার ধমক দিয়েছেন, যে ডাক পড়লে ব্রিটেন থেকে আসা ভ্যাকসিন নিতে যাঁরা অস্বীকার করবেন, তাঁদের নাম তালিকার একেবারে তলায় চলে যাবে। অন্য প্রত্যেকের টিকি পাওয়া হয়ে গেলে তবেই তাঁরা আবার ডাক পাবেন। তবু জায়গায়-জায়গায় এই অদ্ভুত দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। জক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের পেরিজিউ অঞ্চলের একটি হাসপাতালের কর্মীরা খোলা চিঠি দিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন, অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনের পরিবর্তে তাঁদের যেন মডার্না অথবা ফাইজাব-বায়োনটেকেব প্রতিষেধক দেওয়া হয়। তাঁদের বক্তব্য, সেই হাসপাতালের যেসব কর্মী অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনটি নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কিছু কিছু উপসর্গ দেখা গিয়েছে। তাঁরা অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনটি পা চ্ছ ন, ফাইজার-ববায়োনটেক পাচ্ছেন না। একথা জানতে পারার পর অস্ট্রিয়ার রাজধীনী ভিয়েনার একটি হাসপাতালে প্রায় পাঁচশো কর্মী প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রতিষেধক বিতর্কে প্রত্যেকেরই মতামত আছে। এবং প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে যে-যার মতো করে দুমড়ে-মুচড়ে নিজের মতামতের উপযোগী করে নিচ্ছেন। অথচ, মৃত্যুর মিছিল কিন্তু এখনও থামেনি। ব্রিটেনে ১ লক্ষ ২১ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন কোভিডে। এই লেখা যখন লিখছি, সেই সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোভিড সংক্রমণ এবং আনুষঙ্গিক কারণে মৃতের সংখ্যাট্যা ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। ইতালিতে ৯৬ হাজারের বেশি মানুষ। ফ্রান্সে ৮৫ হাজার, স্পেনে ৬৮ হাজারের বেশি। কিন্তু এরপরেও ভ্যাকসিন স্বদেশিয়ানা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবেচনাহীন ও ব্যাখ্যাতীত নিষ্ঠুর হাসি হাসছে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

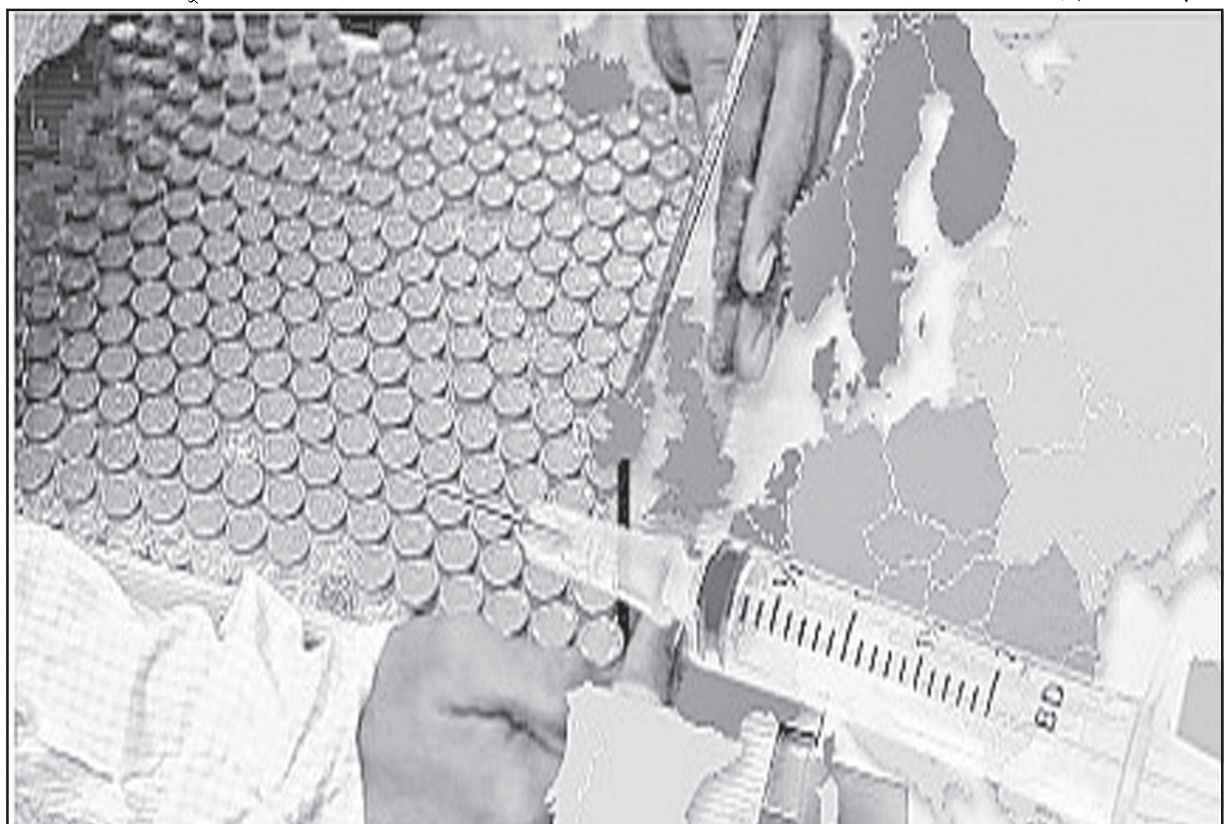

ভারতীয় ক্রিকেট ও সাম্প্রদায়িকতা

বোরিয়া মজুমদার

এই মাসের গোড়ার দিকে ভারতীয় ক্রিকেট দুনিয়া আলোড়িত হয়েছিল একটি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ঘটনায়। ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ওয়াসিম জাফর ভারতের অন্যতম কৃতী ক্রিকেটারদের একজন। ৩১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। ভুলিতে আছে দু'টি দ্বিশতরান। সেই ওয়াসিক জাফরকে কিনা অভিযুক্ত করা হল 'মুসলিম তোষণ'-এর দায়ে যে রাজ্যে তিনি কোচ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন সেই উত্তরাখণ্ডেরই ক্রিকেট প্রশাসনের একাংশ এই অভিযোগ এনেছে। যদিও এই অমূলক অভিযোগগুলি সোচ্চারে নস্যাৎ করেছেন জাফর। তাঁর চরিত্রহননের এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় থেকেছেন। কিন্তু তাও, যা ক্ষতি হওয়ার, তা হয়েই গেল। ভারতীয় ক্রিকেট, যা এই দেশের সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ 'ধর্ম—তার শরীরে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হল। ওয়াসিম জাফর তাঁর কাজ ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেলেন মুম্বাইয়ে। যদিও এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উত্তাপ স্তিমিত হয়ে গিয়েছে বেশ কিছুদিন হল---তাও আমরা প্রত্যেকেই এতে বিচলিত, রীতিমতো অস্বস্তিতে ভুগছি। যদি জাফরের মতো সম্মাননীয় ক্রিকেটার এই জাতীয় চক্রান্তের শিকার হতে পারেন, তাহলে বলতে হবে, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি প্রবণতা। ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এই বিষয়টির মূল্যায়ম হওয়া উচিত। প্রত্যেকের সচেতন হওয়া উচিত। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, ওয়াসিম জাফার এ বিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ জানাননি বিসিসিআই-কে। বরং তাঁর বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগের বিস্তারিত প্রত্যুত্তর তিনি দিয়েছেন, এবং মুম্বাইয়ে ফিরেই একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন। উত্তরাখণ্ডের ক্রিকেট প্রশাসন ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তারা যে আনুষ্ঠানিক প্রেস রিলিজটি প্রকাশ করেছে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত। বরং সেখানে বলা আচে 'বায়ো বাবল' বিধিতে একটি বিচ্যুতির কথা। এভাবেই তারা শাক দিয়ে মাছ ঢেকেছে বলা চলে।

জাফরের ঘটনা যদিও নেহাতই সারবত্তাহীন অভিযোগের খেলা, তাও একথা আমি নিদ্বির্ধায় বলতে পারি, জাফরকে সন্দেহ করার কোনও কারণই আমি দেখি না। জাফর একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি লড়াইয়ের ময়দানে টিকে থাকা একজন নিবেদিতপ্রাণ ক্রিকেটার। অতীতে এমন কোনও দৃষ্টান্ত নেইয যে থেকে তাঁর বিভেদকামী মনের পরিচয় মেলে। বরং এ তথ্য মাথায় রাখা জরুরি, জাফর চেয়েছিলেন, উত্তরাখণ্ডের টিমকে নেতৃত্ব দিন জয় বিস্তা। এতেই তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। জাফর গণমাধ্যমের তুমুল সমর্থন পেয়েছেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, অন্ত স্পোর্টস মিডিয়া এক্ষেত্রে তাঁর কাম্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা যথোচিতভাবে ক্রিকেটের বিবেককে জাগ্রত রেখেছে।

গণমাধ্যমের একাংশ আবার বিসিসিআই এবং যেসব প্রাক্তন এবং বর্তমান খেলোয়াড় জাফরের সমর্তনে মুখ খোলেননি---তাঁদের সমালোচনায় সরব হয়েছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, লিখিত অভিযোগ ছাড়া বিসিসিআই-এর পক্ষে উত্তরাখাণ্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা অসম্ভব। কারণ, এই অ্যাসোসিয়েশনটি অন্য অ্যাসোসিয়েশনটি অন্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর মতোই স্বশাসিত। এটা তো তহবিল তছরুপ বা বয়স ভাঁড়ানোর ঘটনা নয় যে বিসিসিআই নিজে থেকে এ বিষয়ে নাক গলাবে। জাফর যদি বোর্ডের কাছে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতেন, তাহলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিসিসিআই-এর বিষয়টি বিবেচনা এবং অবস্থান নেওয়ার সবরকম যৌক্তিকতা থাকত। কিন্তু লিখিত অভিযোগ যেহেতু দায়ের হয়নি, সেহেতু বিষয়টি জাফর এবং রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া বিসিসিআইয়ের অন্য কোনও উপায় ছিল না। অনিল কুম্বলে, মহম্মদ কাইফ, ডোড্ডা গণেশ, মনোজ তিওয়ারি এবং ইরফান পাঠানের মতো কেউ কেউ জাফরের সমর্থনে কথা বললেও বেশিরভাগ প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার এ বিষয়ে নীরবতাই শ্রেয় বলে মনে করেছেন। এঁদের মধ্যে শচীন তেণ্ডুলকর এবং বর্তমান টিমের সদস্যদের ট্রোলররা বেছে নিয়েছে। থাঁদের রীতিমতো ভার্চুয়াল আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। একথা বলাই যায়, বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ শচীন যথেষ্ট আক্রমণ সয়েছেন। কৃষক বিক্ষোভ বিষযে তাঁর টুইটের জন্য তিনি হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন। এরপর আইপিএল নিলামে 'মুম্বাই ইন্ডিয়াসন' অর্জুন তেণ্ডুলকরকে বেছে নেওয়ার পরেও তাকে রোষের মুখোমুখি হতে হয়েছে। জাফর ইস্যুতি তিনি যা-ই বলতেন, আবারও তা হত একটি একপাক্ষিক মন্তব্যয যে অবস্থানই তিনি নিতেন না কেন, সমাজের একাংশ ঠিক তাঁর পিচনে পড়ে যেতই। দু'ক্ষেত্রেই তিনি অবমাননার শিকার হতেড়, এটাই সম্ভবত তার নীরবতার কারণ। আমরা কেউনি দিনরাত আক্রণ সহ্য করতে চাই না, শচীনও তার ব্যতিক্রম নন। এবার আসি বর্তমান ভারতীয় দলের কথায়। এই ইস্যুতে বর্তমান দলের খেলোয়ড়রা সোচ্চার হবে, এমনটা আশা করা একরকম অন্যায্য। তাঁরা কী বলতে পারেন, আর কী বলতে পারেন না—সে বিষয়ে বিসিসিআইয়ের কাছে তাঁরা চুক্তিবদ্ধ। যে বিষয়ে কিনা বোর্ডই নীরব থাকা সমীচীন মনে করেছে, এবং যেখানে রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোশিয়েশন জড়িয়ে আছে —সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গেলে তা হবে একপ্রকার বিচ্যুতি, এবং আইন সমস্যা দেখা দেবে। তাছাড়া, খেলোয়াড়দের কেউ কি জানেন, আসলে কী ঘটেছে? তাঁরা কি বিষয়টিতে সেভাবে নজর রাখছিলেন যাতে তাঁরা এ বিষয়ে কোনও যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করতে পারেন? ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যেখানে এমন একটি জরুরি সিরিজ চলছে, সেখানে তাঁরা কীভাবে এই বিষয়টি মূলে গিয়ে বিবেচনা করে দেখবেন কী ঘটেছে না ঘটেছে? আর সবচেয়ে বড় কথা, যেখানে এমন একটা বৈরিতার পরিসর ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে রয়েছে, তাঁর মুখল খুলে সেটাকে আরও বাড়াতে দেবেন? বিরাট কোহলি, অজিঙ্ক রাহানে বা রোহিত শর্মাদের মৌন কথা কেন্দ্র করে তাঁদের ধর্মনিপেক্ষতাকে সন্দেহ করতে হবে তা বলে?

আমাদের ধর্মানিরপেক্ষ, প্রগতিশীল এবং সহিষ্ণু ভারতের ধারাণা যে অটুট থাকবে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ আশার প্রতিমূর্তি বর্তমান ভারতীয় টিম। একটি উদাহরণই এই বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। হ্যাঁ, আমি অস্ট্রেলিয়ার টুর্নামেন্টে মহম্মদ সিরাজের দৃষ্টান্তের কথাই বলছি। যদি এই তরুণ ক্রিকেটারদেরমন সংস্কারাচ্ছন্ন হত, তবে তাঁরা কখনওই সিরাজের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিতেন না ব্রিসবেনের ওই জয়ের পর। একটা কথা আমি এই স্তম্ভেরই অন্য লেখায় আগে লিখেছি, আবারও লিখছি। সত্যি বলতে কী, মহম্মদ সিরাজ জাতীয় পতাকা কাঁধে হাঁটছেন গাব্বার ময়দানজুড়ে গোটা টিম হাঁটছে তাঁর পিছনে---ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসের সবচেয়ে মমত্বময় পিকচার পোস্টকার্ড এটিই। মহম্মদ সিরাজ মুসলমান না হিন্দু—তা গুরুত্ব পায়নি এক্ষেত্রে, তাঁর ধর্মই গুরুত্ব পায়নি সত্যি বলেত গেলে। তিনি আত্তীকৃত হয়েছিলেন ভারতীয়ত্বের ধারণায়, যে ধারণায় আমরা সকলেই বিশ্বাসী। এ বিষয়ে কৃতিত্ব দিতেই হয় অজিঙ্ক রাহানে, রোহিত শর্মা, রবি শাস্ত্রী সহ গোটা টিমকে---আমাদের এমন একটি মুহূর্তের সাক্ষী থাকার সুযোগ তাঁরা দিয়েছেন। তাঁরা এক্ষেত্রে তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ যেমন দিয়েছেন, তেমনই দেখিয়েছেন তাঁরা কোন আদর্শে বিশ্বাসী।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন গণমুক্তি পরিষদের নেতৃবৃন্দরা। ছবি- নিজস্ব।

বাঙালি সহ সব অউপজাতিদের ভূমিপাট্টার দাবি বিডিএফ-এর, কাছাড়ের জেলা প্রশাসনকে স্মারকপত্র

শিলচর (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : বরাকের বাঙালি সহ সমস্ত অউপজাতি যাঁরা গত ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে সরকারি জমিতে বসবাস করছেন তাঁদেরও ভূমি পাট্টা প্রদানের দাবিতে আজ সোমবার কাছাড় জেলার রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক ললিতা রংপিপির হাতে এক স্মারকপত্র তুলে দিয়েছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)।

এডিএফ-এর কর্মকর্তারা রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক রংপিপির সঙ্গে দেখা করে এই দাবি তুলে বলেন বিগত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকার প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে পাট্টা দিয়েছে। বরাক উপত্যকায়ও কিছুদিন আগে ২,৪০০ জনকে পাট্টা দিয়েছেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। তবে ভূমিপাট্টার প্রাপকরা সবাই আদিবাসী। তাঁরা বলেন, আদিবাসীদের পাট্টা দেওয়ায় বিডিএফ খুশি এবং সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানান তাঁরা। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের দাবি, বাঙালি সহ যে অউপজাতিরা সরকারি জমিতে গত কুড়ি বছর ধরে বসবাস করছেন তাঁদেরও অবিলম্বে একই ভাবে পাট্টা দিতে হবে। এই দাবির ভিত্তিতে একটি স্মারকপত্র তাঁরা অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে তুলে দেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক ললিতা রংপিপি সব শুনে নির্বাচনের পর ব্যাপারটি দেখবেন বলে তাঁদের আশ্বাস দেন।

অতিরিক্ত জেলাশাসকের দফতর থেকে বাইরে এসে বিডিএফ-এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, সরকার যদি উপজাতিদের পাট্টা দিতে পারে, তা-হলে রাজ্যের বাঙালি এবং অন্য অউপজাতিরা কী দোষ করেছেন? তিনি বলেন, প্রথমত এই পাঁচ লক্ষ পাট্টা থেকে জনসংখ্যার অনুপাতে বরাকের মানুষজনকে অন্তত ৩০/৩৫ হাজার পাট্টা পাওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে ৬,০০০ পাট্টাও দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্য বিজেপির সবাই "খিলঞ্জিয়া" বা ভূমিপুত্রদের পাট্টা দেওয়ার কথা যে বার বার বলছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কারণ কে এই রাজ্যের "খিলঞ্জিয়া" সেই সংজ্ঞা এখনও নির্ধারণ করতে পারেনি এই সরকার। এ-সব ইচ্ছাকৃত ভাবে বাঙালি তথা রাজ্যের অন্যান্য অউপজাতিদের বঞ্চিত করার জন্য চক্রান্ত করা হচ্ছে। বিডিএফ মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক আরও বলেন, এখানকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এ-সব অবিচার চোখের সামনে দেখেও চুপ করে রয়েছেন। তাঁদের এই ভূমিকা ধিক্কারযোগ্য। তিনি বলেন, বিডিএফ বরাকের বাঙালি তথা অউপজাতিদের বিরুদ্ধে এ-ধরনের বৈষম্য ও অবিচার কখনও মেনে নেবে না এবং সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই ইস্যুতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। স্মারকপত্র প্রদানের সময় অন্যান্যদের সঙ্গে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়, আহ্বায়ক জহর তারণ, হৃষীকেশ দে, কল্লার্নব গুপ্ত, অমিতকান্তি চৌধুরী, সুমিত নাথ প্রমুখ।

তৃণমূলের নির্বাচন কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত নয়া বহু মুখ

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূলের ২৯৪ জনের প্রার্থী তালিকা তৈরি হয়েছে। সোমবার কালীঘাটে তৃণমূলের নির্বাচন কমিটির বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই প্রাথমিক তালিকা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী কমিটির ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন সেখানে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ছিলেন ওই বৈঠকে। মিনিট কুড়ি বৈঠক থেকে বেরিয়ে তিনি নবান্নে চলে যান। মমতা বেরিয়ে গেলেও, কমিটির বাকি সদস্যরা দীর্ঘ বৈঠক করেন। শুক্রবার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ওইদিন থেকেই চালু হয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। আর সেদিনই ১২ জনের নির্বাচন কমিটি গঠন করেছে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কমিটিতে আছেন সুব্রত বক্সি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সৌগত রায় প্রমুখ। শোনা যাচ্ছিল, আজই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু সে জল্পনায় জল ঢেলেছে। আজ কোনও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে না। বরং তা হতে পারে ৩ মার্চ অর্থাৎ বুধবার।

সূত্রের খবর, প্রায় ৯৪ জন নতুন মুখ তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় থাকতে পারে। পাশাপাশি, তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের দেখা যাবে। তবে, তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় এবার দু’'টি বিষয়ে সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তা হল তরুণ মুখ এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। দলীয় সূত্রের খবর, এই নীতি মেনে প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে গিয়ে একাধিক হেভিওয়েট নেতাদের নামও প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে। আবার বর্তমান অনেক মন্ত্রী, বিধায়কের কেন্দ্রও বদল হতে পারে। এদিনের বৈঠকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও হাজির ছিলেন দলের শীর্ষ নেতারা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নিমতার প্রহৃত বৃদ্ধকে নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির টুইটযুদ্ধ

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : নিমতায় বিজেপি কর্মী গোপাল মজুমদারের মাকে নির্মমভাবে মারধরের অভিযোগে সরব বিভিন্ন মহল। গুরুতর প্রহৃত বৃদ্ধার ছবি বিজেপি-র তরফে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে, বাংলায় নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বিরোধী নেতা-নেত্রীরা। যন্ত্রণাকাতর বৃদ্ধা এই ঘটনার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। যদিও বিজেপির তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে তৃণমূলের তরফে।

সোমবার বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি রিতেশ তিওয়ারি টুইটে লিখেছেন, "প্রতিনিয়ত টিএমসি-র অধঃপতন হচ্ছে। এটা রাজনীতির উপরে, এটা মানবিকতার বিষয়। তৃণমূল যেটা করছে, সেটা মানুষের কল্পনার বাইরে। এই মায়ের কষ্ট এবং যন্ত্রণার জবাব বাংলার মানুষ দেবে। আসন্ন নির্বাচনে বাংলার পবিত্র ভূমি, তৃণমূলের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পাবে।"

অন্যদিকে, একটি ভিডিও-সহ অভিযোগটিকে অগ্রাহ্য করে তৃণমূলের মহাসচিব তথা রাজ্যের বরিষ্ঠ মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় টুইটে লিখেছেন, "ঘৃণ্য রাজনীতির খেলায় মত্ত পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি একজন শয্যাশায়ী বৃদ্ধাকেও রেয়াত করলো না! নিমতার যে বৃদ্ধা পারিবারিক হিংসার শিকার, তাঁর কষ্টকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করে বিজেপি বুঝিয়ে দিলো এরা কারুর কথা ভাবে না, এদের শুধু ক্ষমতার লোভ আছে, আর জানে মানুষকে ব্যবহার করতে।"

গত শনিবার ভোররাতে উত্তর দমদম পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নিমতা পাটনা স্কুল রোডের ঘটনা। বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, তিনজন তৃণমূল কর্মী তাঁদের বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়ে। তাঁকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারধর করা হয়। এই সময়ই গোপালবাবুর মা অভিযুক্তদের বাধা দিতে এলে অশীতিপর বৃদ্ধা মাকেও বেধড়ক মারধর করে শাসকদলের ওই কর্মীরা। নাক-মুখ ফুলে লাল হয়ে যায় তাঁর। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে অসুস্থ বৃদ্ধা শুভা মজুমদার জানান, "তৃণমূলের লোকজন আমার ছেলেকে মারধর করেছে। আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়েছে। আমাকে খুব মেরেছে ওরা। এই অবস্থা দেখেও ওরা আমায় ছাড়েনি।"

সেদিন রাতেই বিজেপি কর্মী এবং শুভাদেবীকে হাসপাতালে নিয়ে যায় নিমতা থানার পুলিশ। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন গোপালবাবু। আচমকা মারধরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধা। যাঁরা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মঙ্গলবার থেকে হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ডাক

হাফলং (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ডাক দিয়েছে এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম (এনসিএইচআইএসএফ)। মিয়াংক্রো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিন তারিখ ঘোষণা হওয়ায় সমগ্র রাজ্যে আদর্শ নির্বাচন আচরণ বিধি বলবৎ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সঙ্গে কথা বলে জেলাশাসক পল বরুয়া অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্র সংগঠনটি তাদের সিদ্ধান্তে অনড়।

ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম বলেন, তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও সরে আসবেন না। তাই মঙ্গলবার অবরোধ হচ্ছেই। তিনি বলেন, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)-কে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মিয়াংক্রো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত অংশের সংস্কারকাজ আরম্ভ করার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ আজ অবধি কাজে হাত দেয়নি। যার দরুন মঙ্গলবার সকাল থেকে হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধ গড়ে তোলা হবে।

ডেভিড কেভমের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রক হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশ সংস্কারের জন্য ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সে অনুযায়ী সড়ক সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে। এমন-কি জাটিঙ্গা থেকে মিয়াংক্রো পর্যন্ত লক্ষ্মী মটরস নামের এক নির্মাণ সংস্থা রত্না ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে পার্শ্ঠিকা নিয়েছিল। কিন্তু তারা সড়ক সংস্কারের কাজ অতি নিম্নমানের করেছে।তিনি বলেন, মিয়াংক্রো পর্যন্ত সড়ক সংস্কারের কাজ হলেও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ মিয়াংক্রো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত অংশের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। সামনেই বর্ষার মরশুম। তাই এখনই এই সড়কের সংস্কার কাজ সম্পূর্ণ না হলে বর্ষার মরশুমে এই পথ দিয়ে চলাচল করা দুষ্কর হয়ে উঠবে. বলেন ডেভিড কেভম।

হিন্দিভাষী এলাকায় প্রার্থী দিতে চায় আরজেডি আসনরফা নিয়ে মমতা-তেজস্বী বৈঠক

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : ভোটের দিন ঘোষণা হয়েছে। এবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পালা। কিন্তু তার আগে সব দলই নিজেদের ঘর গোছাতে চাইছে। এর মাঝেই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন লালুপুত্র তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সুপ্রিমো তেজস্বী যাদব। মঙ্গলবার বিহারে ফিরবেন তেজস্বী। তার আগে মমতার সঙ্গে আসন নিয়ে রফা বের করতে কিছুটা মরিয়া তিনি। একদিন আগেই তৃণমূল সুপ্রিমোকে সমর্থনের বার্তা দিয়ে বলে দিয়েছেন, কলকাতায় এসেছেন মমতার আশীর্বাদ নিতে। এর আগেও একাধিকবার দু’জনকে পরস্পরের সমর্থনে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে।

এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জোট নিয়ে আলোচনা করতে চান তেজস্বী। সোমবার বিকেলে তাঁর বৈঠকে বসার কথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সঙ্গে থাকবেন বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যাম রজক।

কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, আসানসোলের মতো জেলায় যেখানে হিন্দিভাষী মানুষের আধিক্য সেইসব কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী দিতে চায়। সেক্ষেত্রে জোট করে লড়াই নাকি আসন ভাগাভাগি, তা নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা হওয়ার কথা আজ। তেজস্বী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে যে রাজ্যে ভোট আছে, সেখানে ওই রাজ্যের প্রধান শক্তি বা শাসকদলের সঙ্গে এক হয়ে তারা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বেন।

আরজেডির দাবি মতো আসনও তারা পায় কিনা, তাও আজকের বৈঠকে চূড়ান্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন শ্যাম রজক। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁদের মূল শত্রু বিজেপি। তাকে ঠেকাতে তারা মরিয়া। সেই কারণেই বাংলা-সহ অন্যান্য রাজ্যে যেখানেই সুযোগ পাবেন লড়াই হবে। এমনকী, রাজ্যে প্রচারেও তারা আসবেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জাতপাতের রাজনীতিতে বিজেপি দুই বন্ধু পেল, কংগ্রেস ও সিপিএম : আক্রমণ সুব্রতর

কলকাতা, ১ মার্চ (হিস): গতকাল রবিবার ছিল জোটের ব্রিগেড। সেদিন ব্রিগেড সমাবেশ সারে বাম কংগ্রেস আইএসএফ। আর তারপরেই সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে "জাতপাতের রাজনীতিতে বিজেপি দুই বন্ধু পেল, কংগ্রেস ও সিপিএম' বলে আক্রমণ করলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এদিন সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, "স্বাস্থ্যসাথীর সঙ্গে খাদ্যসাথী প্রকল্পও আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সামাজিক প্রকল্প চালু করেছেন। অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে এত সামাজিক প্রকল্প চালু করতে পারেননি। বাংলার মত জনস্বার্থমূলক প্রকল্প দেশের কোনও রাজ্যে নেই। খাদ্যসাথীতে ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ উপকৃত। বাংলায় বিনিয়োগ নিয়ে মোদী-শাহ ভাঁওতা দিচ্ছেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ৬৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে ব্যাঙ্ক। সঙ্গে রয়েছে বিনিয়োগকারীদের মূলধন। তা সত্ত্বেও মোদী-শাহ বলছেন বিনিয়োগ হয়নি। গতকালের ব্রিগেড নিয়ে একযোগে বাম-কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। ব্রিগেডের মিটিংয়ে স্পষ্ট হল বাম-কংগ্রেস আর জাতপাত বিরোধী নেই। ব্রিগেডের মঞ্চে একাধিক বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সুব্রতর দাবি, ব্রিগেডে গতকাল নিজেরা নিজেদের চরিত্রহনন করেছে বাম ও কংগ্রেস। আমরাও বলতাম কংগ্রেস-সিপিএম জাতপাতের রাজনীতি করে না। কিন্তু গতকাল ব্রিগেডে নিজেরাই তাঁদের চরিত্রহনন করলেন। জাতপাতের রাজনীতিতে বিজেপি দুই জন বন্ধু পেল। তারা হল কংগ্রেস ও সিপিএম"।

৭ নয়, গত ২৪ ঘণ্টায় মায়ানমারে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জন গণতন্ত্রকামীর, দাবি রাষ্ট্রসংঘের

জেনেভা, ১ মার্চ (হি.স.) : সেনা অভ্যুত্থান হওয়া মায়ানমারে কঠোর হাত দমন করা হচ্ছে প্রতিবাদীদের। রবিবারই বিক্ষোভকারীদের হঠাতে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় মায়ানমার সেনা। তাদের গুলিতে ইয়াঙ্গন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মৃত্যু হল সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ হয়।যদিও রাষ্ট্রসংঘ দাবি করেছে সাতজন নয়, গত ২৪ ঘণ্টায় মায়ানমারে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জন গণতন্ত্রকামীর। সেনা-পুলিশি বর্বরতায় জখম হয়েছেন আরও ৩০ জন। এমনই দাবি রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দফতরের।

দেশে গণতন্ত্র ফেরাতে পথে নেমেছে মায়ানমারবাসী। শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা। আর সেই আন্দোলনকে দমন করতে মরিয়া সেনা-পুলিশ-প্রশাসন। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে রবিবার ইয়াঙ্গন, মান্দালয়, দাওয়ে, বোগো, পোকোকু শহরে বর্বরোচিত আক্রমণ চালায় পুলিশ-প্রশাসন। কার্তুজ, টিয়ার গ্যাস, লাঠি নিয়ে শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর চড়াও হয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী। বেশ কিছু এলাকায় ছোড়া হয় স্টান গ্রেনেডও। তারই আঘাতে কমপক্ষে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দফতরের মুখপাত্র রাভিনা সামদেশানি জানান, "মায়ানমারে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের উপর বাড়তে থাকা হিংসার ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। সেনাবাহিনীকে বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকার আরজি জানাচ্ছি।"

প্রসঙ্গত, ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ দেশের দখল নেয় মায়ানমারের সেনাবাহিনী। এর পর থেকেই সেনার বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন আমজনতা। গণতন্ত্র ফেরাতে পথে নেমেছেন তাঁরা। সেই বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে তৎপর সেনাবাহিনী। এদিন সকাল থেকে ইয়াঙ্গন শহরের বিভিন্ন এলাকায় জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। শূন্যে গুলিও চালায় তাঁরা। এরপরও বিক্ষোভ বাগে আনতে না পারায় এলোপাথাড়ি গুলি চালায় বলে অভিযোগ। -হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

দলকে ‘পুনরুদ্ধার করতে’ দুদিবসীয় অসম সফরে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা, গুয়াহাটি পৌঁছে সোজা কামাখ্যা মন্দিরে

গুয়াহাটি, ১ মার্চ (হি.স.) : দলকে ‘পুনরুদ্ধার করতে’ দুদিবসীয় অসম সফরে এসেছেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা। কংগ্রেসের ‘অসম বাঁচাও’ কার্যসূচিৰ অঙ্গ হিসেবে মিছিল এবং কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দেবেন।

সোমবার সকালে গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে তিনি সোজা চলে যান নীলাচল পাহাড়ে শক্তিপীঠ দেবী কামাখ্যা মন্দিরে।

আজ সকালে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে দলীয় নেত্রীকে স্বাগত জানান অসমে কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় নেতা জিতেন্দ্র সিং এবং ছয়গাঁওয়ের দলীয় বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ। বিমানবন্দর থেকে কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজা দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। কামাখ্যা মন্দির থেকে তিনি সোজা চলে যান উজান অসমের লখিমপুরে। লখিমপুরে দলীয় দুটি নির্বাচনি সমাবেশে ভাষণ দিয়ে কংগ্রেসের পালে হাওয়া তোলার চেষ্টা করবেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেত্রী।

দলনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভদরার সফরসূচি সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা জানান, এ মুহূর্তে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কার সভা চলছে লখিমপুরে। লখিমপুর থেকে সড়কপথে তিনি চলে আসবেন বিশ্বনাথে। বিশ্বনাথের গহপুরে গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন নেত্রী। রাত কাটাবেন বিশ্বনাথ চারালিতে। আগামীকাল তিনি যাবেন তেজপুর। তেজপুরে বিশাল মিছিলে অংশগ্রহণ করে হাজরাপাড়া ময়দানে আয়োজিত সমাবেশে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে ভাষণ দেবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা। এর পর আগামীকালই বিকেলে তিনি দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করবেন, জানান প্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী ববিতা শর্মা।

বিধানসভা নির্বাচনে হাফলঙের বিধায়ক বীরভদ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না, নতুন মুখ আনবে বিজেপি : মিশন

হাফলং (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে হাফলং আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী নন বর্তমান বিধায়ক বীরভদ্র হাগজার। ইতিমধ্যে তাঁর এই সিদ্ধান্ত দলীয় নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন বিধায়ক বীরভদ্র হাগজার। এ কথা জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলায় বিজেপির পর্যবেক্ষক প্রাক্তন বিধায়ক তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস।

মিশন দাস এই খবর জানিয়ে বলেন, শারীরিক অসুস্থার দরুন এবার নির্বাচনে প্রতিন্দ্বন্দ্বিতা করছেন না বর্তমান বিজেপি বিধায়ক বীরভদ্র। মিশন রঞ্জন দাস জানান, ১৬ নম্বর হাফলং উপজাতি সংরক্ষিত আসনে এবার বিজেপি টিকিটের দাবিদার ১১ জন। বর্তমান বিধায়ক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় হাফলং আসনে এই ১১ জনের মধ্যে তাঁরা নতুন মুখের সন্ধান করছেন বলে জানিয়ে মিশনবাবু বলেন, আমি হাফলঙে এসে বিজেপি কার্যকর্তাদের মতামত গ্রহণ করেছি। এই মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রদেশ বিজেপির কাছে জমা দেবেন। তার পরই কাকে প্রার্থিত্ব দেওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। তিনি জানান, মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা।

এদিকে বিজেপির নেতা ও কার্যকর্তাদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা গেছে এতে হাফলং আসনে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হবেন বলে দাবি করেছেন মিশন রঞ্জন দাস। অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন বলেন, বর্তমান বিজেপি বিধায়ক শারীরিক অসুস্থার দরুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাই এবারের নির্বাচনে পুরোপুরি নতুন এবং কর্মঠ প্রার্থী দেওয়া হবে তা একপ্রকার নিশ্চিত। তবে যে-ই প্রার্থী হোক না-কেন হাফলং আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন ধনপাইনন থাওসেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এপার বাংলায় পাড়ি দর্শনার শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন টলিসুন্দরী

ঢালিউডে শুরু হয়েছে নতুন সিনেমা তৈরীর কাজ। আর ঢালিউড মানেই তাতে ওপার বাংলার সুপারস্টার শাকিব খান । আর এবার আরও একবার শাকিব খানের নায়িকা এপার বাংলার টলি সুন্দরী। এবার শাকিব খানের টলি নায়িকা দর্শনা বণিক। ওয়েব সিরিজ ও বেশ কয়েকটা সিনেমায় কাজ করে ইতিমধ্যেই দর্শনা যথেষ্ট জনপ্রিয়। কমলেশ্বর মুখার্জি, সৃজিত মুখার্জি,অরিন্দম শীল এর মতো পরিচালকদের সঙ্গে তাঁর কাজ নজর কেড়েছে সিনে প্রেমীদের।ক্যাপ্টেন খান সিনেমার নির্মাতা ওয়াজেদ আলির পরিচালনায় ২০ মার্চ থেকে শুরু হবে শাকিব খান ও দর্শনা বণিক অভিনীত 'শ্যাডো' সিনেমার শুটিং। এটি দর্শনার ঢালিউডে দ্বিতীয় কাজ। এর আগে দীপঙ্কর দীপন পরিচালিত 'অপারেশন সুন্দর' ছবিতে জিয়াউল রোশনের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তিনি। ইদেই মুক্তি পাবে দর্শনা অভিনীত প্রথম বাংলাদেশি ছবি 'অপারেশন সুন্দরবন' । অ্যাকশন থ্রিলার ছবি 'অপারেশন সুন্দরবন'। যা পিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন কীভাবে সুন্দরবনকে জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করেছে, সেই কাহিনি উঠে এসেছে এই গল্পে।ছবিতে একজন মেডিকেল অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করছেন দর্শনা।অদিতি নামের মেডিক্যাল অফিসার।সুন্দরবনের মতো প্রতিকূল জায়গায় শুটিং করতে গিয়ে,অনেক জায়গায় মেকআপ করার ঠিকঠাক জায়গা পর্যন্ত পাননি এই ছবির কলাকুশলীরা। অদিতির চরিত্রের মধ্যে অনেক শেড আছে যা,কাহিনির সাথে প্রকাশিত হবে। দর্শনা ও জিয়াউলের মধ্যে রোমান্টিক মুহূর্তও উপভোগ করবেন দর্শকরা। দর্শনা-জিয়াউল ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন নুসরত ফারিয়া, রিয়াজ আহমেদ, সিয়াম আহমেদ, শতাব্দী ওয়াদুদ, তাসকিন রহমানের মতো অভিনেতারা।শাকিব খানের বিভিন্ন সিনেমা এপার বাংলাতেও যথেষ্ট জনপ্রিয়। শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী ও পায়েল সরকারের বিপরীতে 'ভাইজান এলো রে ' ছবিটিতে , সায়ন্তিকা ও নুসরাত জাহানের বিপরীতে 'নাকাব", শুভশ্রী গাঙ্গুলীর বিপরীতে 'চালবাজ' ছবিতে অভিনয় করার পর বহু প্রযোজনা সংস্থার প্রথম পছন্দ শাকিব খান।ওপর বাংলার একমাত্র সুপারস্টার শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে অভিনেত্রী দর্শনা বণিক-ও উচ্ছসিত। তাঁর কথায় শাকিব খান বাংলাদেশেমৃগয়া', 'প্রতিঘাত'-এর মতো ছবি। র সুপারষ্টার। এরকম এক ব্যক্তির সাথে কাজ করা খুব বড়ো একটা সুযোগ তাঁর অভিনয়ের কেরিয়ারের জন্য। এদিকে, কলকাতাতেও দর্শনার হাতে আছে।

ক্যান্সারে আক্রান্ত রাখির মা চিকিৎসার ভার নিলেন সলমন

ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন রাখি সাওয়ন্তের মা জয়া। তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন সলমন খান। আর্থিকভাবে রাখির মাকে সাহায্য করছেন তিনি। তাই সলমন খান ও তাঁর ভাই সোহেল খানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন রাখি সাওয়ন্ত। একটি ভিডিও শেয়ার করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।ইনস্টাগ্রামে এই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন রাখি। সেখানে তিনি সলমন খান ও বিগ বস ১৪ শোকে ট্যাগ করেছেন। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে রাখি সাওয়ন্তের মা হাসপাতালে রয়েছে। সেখানে কেমোথেরাপি চলছে তাঁর। সেখান থেকে তিনি সলমন খানকে বলেছেন, "সলমনজি, ধন্যবাদ বেটা। সোহেলজি ধন্যবাদ। আমার কেমো চলছে, আমি হাসপাতালে রয়েছি। এখনও দুটো বাকি। তারপর অস্ত্রোপচার হবে।" সলমন খানকে আশীর্বাদও দেখিয়েছেন রাখির মা।

তাণ্ডব' কাণ্ডে এবার নয়া মোড়

ধর্ম এবং রাজনৈতিক ভাবাবেগে আঘাত লাগার কারণে তার প্রকোপ বার বার পড়েছে বিভিন্ন দেশের সিনেমা এবং শিল্পে। ধর্ম এবং রাজনীতি এমন এক যা নিয়ে একটু কাটাছেঁড়া করলেই তার রোষ দাবানলের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে না। ওটিটি প্লাটফর্মের যুগে বহুবার বহু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

'তাণ্ডব' কাণ্ডে এবার নয়া মোড়।উত্তরপ্রদেশ পুলিশ, অভিযোগ রয়েছে প্রায় চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জেরা করলো অ্যামাজন ইন্ডিয়া'-র এক কর্ণধারকে। অভিযোগ ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত। মঙ্গলবার ৪ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কর্ণধার অপর্ণা পুরোহিতকে। থানা থেকে বেরিয়ে তিনি সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই চলে যান।

ওটিটি প্ল্যাটফর্মের নির্দিষ্ট এই ওয়েবসিরিজে নাকী হিন্দুধর্মের অবমাননা করা হয়েছে। হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে বিরূপ ধারণা পোষণ করা হয়েছে।তা নিয়ে, দেশবাসীর মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মহিলাদের সুরক্ষা, আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে এবার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে কিন্তু হিন্দু ধর্ম নিয়ে যোগী সরকার যে কতটা কঠোর হতে পারে তার নিদর্শন আগেও পেয়েছে ভারতবাসী।

সইফ আলি খান, ডিম্পল কাপাডিয়া, মহম্মদ জিশান আয়ুব প্রমুখ অভিনীত 'তাণ্ডব'-এর বিরুদ্ধে দেশের একাধিক রাজ্যের পুলিশ দফতরে মামলা রুজু করা হয়েছে।বিভিন্ন রাজ্যে এফআইআর দায়ের হয়েছে কলাকুশলীদের নামে। সইফ আলি খান ও মহম্মদ জিশানকে এমনকি হুমকির শিকার হতে হয়। সূত্রের খবর, অপর্ণা পুলিশকে জনিয়েছেন, জানুয়ারিতে সিরিজটি মুক্তি পাওয়ার পরেই ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছিল। যে দৃশ্যগুলির দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল, তা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনাকে নিঃসন্দেহে বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন নেটিজেন ও বলিউডের একাংশ। অনেকেই মনে করছেন এরকমভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতে সাহসী দেখাবে না কোন পরিচালক ও প্রযোজক। এখন অ্যামাজন এবং তাণ্ডব এর গোটা টিম অপেক্ষারত কবে মিটবে আইনের মারপ্যাঁচ তার দিকে।

মিমির চিকুর জন্য চাই সাহায্যের হাত

বাড়িতে যদি পোষ্য থাকে তবে সে নিজের সন্তানের মতনই হয়ে ওঠে।সেও হয়ে ওঠে বাড়িটি এক সদস্য। বরং তারা কিছু বলতে পারেনা বলেই তাদের প্রতি মায়ার বাঁধন টা আরো বেশি হয়। তাদের একটু শরীর খারাপ হোক বা আনন্দ তা সবসময়ই সময় দাগ কেটে যায় অভিভাবকদের মনে। বাড়িতে ফিরে এসে অনেক সময়, অনেক খারাপ লাগার মুহূর্ত কেটে যায় সেই পোষ্যকে আগলে রেখে জড়িয়ে ধরে। শুধু পোষ্যর উপস্থিতি ভুলিয়ে দিতে পারে অনেক যন্ত্রনা।তাই যদি সেই পোষ্যর শরীরে কোন মারণ রোগ দানা বাঁধে তবে তার অভিভাবক যে কোন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যায় তা সেই জানে।

অভিনেত্রী সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর বাড়িতে আছে দুই চারপেয়ে পোষ্য কুকুর।চিকু ও ম্যাক্স।চিকুর বয়স আট।আর ম্যাক্স এর বয়স চার।এই দুই পোষ্য কুকুরের মধ্যে একজন অসুস্থ। মারণ রোগ ক্যানসার বাসা বেঁধেছে তার শরীরে। আট বছর বয়সী মিমির বড়ো সন্তান চিকু একটি ল্যাব্রেডর। চিকুর শরীরে দানা বেঁধেছে মারণ রোগ ক্যানসার।এবং সেটি ছড়িয়ে পড়ছে।চিকিৎসকরাও প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন। এই অবস্থায় ভেঙে পড়েছেন মিমি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাহায্যের আর্তি জানিয়েছেন তিনি।

মিমি লিখেছেন, আমি খুব ভেঙে পড়েছি ও দুঃখে আছি। এটা লেখার সময় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু আমায় লড়তেই হবে। আমার আপনাদের সাহায্য চাই। তোমরা নিশ্চই জানো ছবির এই বাচ্চাটি আমার কে হয়। আমার বড় ছেলে চিকু। ওর ক্যানসার ধরা পড়েছে এবং সেটি ছড়িয়ে পড়ছে। চিকিৎসকরা আশা ছেড়ে দিয়েছে। কোনও অস্ত্রপোচার করা যাবে না। আমার চেন্নাই ভেট পশুচিকিৎসালয় এর সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। যদি কারও জানা শোনা থাকে দয়া করে কমেন্টে বা ইনবক্সে আমায় জানান।

গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি'র লুকে তাক লাগালেন আলিয়া

মুম্বই: সইফ-করিনার সদ্যজাতকের এখন মুখই দেখেনি,ঠাকুমা শর্মিলা ঠাকুর।ভিডিও কলে,তাঁকে দেখলেও এখন সামনা সামনি দেখা হয়নি। না না কোন মান-অভিমানের পালা নয়।আসলে, এই মুহূর্তে দিল্লিতে আটকে রয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর। দিল্লিতে আটকে থাকায় তিনি মুম্বইতে এসে পৌঁছতে পারেননি। তাই সইফ, করিনার নবজাতককে দেখতে পাননি শর্মিলা ঠাকুর। করোনার জেরেই এই সিদ্ধান্ত দিল্লি থেকে মুম্বইতে আসতে পারছেন না। কোভিডে আক্রান্ত হতে পারেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী, এই ভয়েই দিল্লি থেকে তাঁর মুম্বইতে আসা হচ্ছে না। ফলে সইফের নবজাতককে দেখতে আরও বেশ কয়েকদিন শর্মিলা ঠাকুরকে অপেক্ষা করতে হবে। রবিবার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন সইফ ঘরণী করিনা কাপুর খান। মুম্বইয়ের ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়েছে করিনার। মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল এবং বাড়ির সামনেতে পাপারাজ্জিদের ভিড় এক ঝলক দেখতে চায় তারা করিনা কাপুর খান এর দ্বিতীয় সন্তানের মুখ। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে চটপট গাড়িতে উঠে বাড়ির পথে রওনা হন সইফ আলি খান এবং করিনা কাপুর খান। নবজাতককে নিয়ে বাড়িতে ফেরার পর করিশ্মা কাপুর, সোহা আলি খান, কুণাল খেমুরা দেখতে আসেন তাঁদের। করিনার মা ববিতা কাপুর, দিদি করিশমা কাপুর সকলেই এসেছিলেন সইফ-করিনার বাড়িতে।

বৃহস্পতিবার সইফ, করিনার নতুন বাড়িতে হাজির হন সারা। নিজের ছোট ভাইয়ের জন্য বেশ পছন্দসই এবং দামি উপহার এনেছেন সারা। প্রসঙ্গত, প্রেগন্যান্ট অবস্থাতেই লাল সিং চাড্ডা র শুটিং চলিয়ে গেছেন অভিনেত্রী করিনা কপুর খান।কোনও অবস্থাতেই কাজের সঙ্গে আপোস করেননি অভিনেত্রী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে করিনা কাপুর খান সবসময় নিজের মত করে কাজ করতেই ভালোবাসেন। তিনি ১৭ বছর বয়স থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।তাই এবার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতে কাজ করে গেছেন। তবে সাবধানে, তাঁর বাড়িতে একটা ছোট্ট শিশু আছে, সেটা মাথায় রেখেই।অন্যদিকে তৈমুর আলি খানও সেলেব মহল থেকে আম আদমির কাছে যথেষ্ট পপুলার। তাকে বিভিন্ন সময়ে পোজ দিতে দেখা গেছে মিডিয়ার সামনে। পপুলারিটির দিক থেকে তিনি সেলিব্রিটি চাইল্ডদের মধ্যে অন্যতম নাম।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসে হৃতিক, কঙ্গনার বিরুদ্ধে বয়ান রেকর্ড অভিনেতার

কঙ্গনার বিরুদ্ধে বয়ান রেকর্ড করলেন হৃতিক রোশন। শনিবার তিনি মুম্বইয়ের ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে যান। সেখানে ২০১৬ সালের ভুয়ো ইমেল সংক্রান্ত ইস্যুতে বয়ান দেন তিনি। তাঁকে শনিবার সকাল ১১টার মধ্যে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়েই ক্রাইম ব্রাঞ্চে হাজিরা দেন তিনি। তাঁর পরনে ছিল কালো টিশার্ট, জিন্স ও টুপি। মুখে ছিল মাস্ক। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে বয়ান রেকর্ড। এরপর বাড়ি ফেরেন হৃতিক। অভিনেতা এদিন ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কমিশনারের অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। বেলা ২টো ৪০ মিনিট নাগাদ তিনি অফিস থেকে বের হন। এরপরই কঙ্গনা তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান। টুইটারে তিনি লেখেন, "পৃথিবী কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু আমার বোকা প্রাক্তন এখনও ওখানেই রয়েছে। ওই মোড়েই। যেখানে এই সময় ফিরে যাবে না।" হৃতিক অভিযোগ তুলেছেন, কঙ্গনা তাঁকে শতাধিক ইমেল পাঠিয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ কঙ্গনা রানাউতের বয়ান রেকর্ড করে। তাঁর আইডি থেকে যে ইমেলগুলি পাঠানো হয়েছিল সেগুলিও খতিয়ে দেখেছে পুলিশ। যদিও কঙ্গনা ওই ইমেল পাঠানোর কথা অস্বীকার করেছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪১৯, তথ্য প্রযুক্তি আইন ৬৬ ঙ্ঘ, ৬৬ ঙ্গ ধারার আওতায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।২০১৩ সালে 'কৃষ ৩' ছবির সময় শোনা যায় কঙ্গনা ও হৃতিক নাকি সম্পর্কে জড়িয়েছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের সম্পর্ক ভাঙার খবর সামনে আসে। এরপরই শুরু হয় সমস্যা। কঙ্গনা হৃতিকের বিরুদ্ধে একের পর অভিযোগ আনতে থাকেন। তাঁকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি। তখন হৃতিকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজান। কঙ্গনা ও হৃতিকের সমস্যাকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল বলিউড। গত বছর ডিসেম্বরে হৃতিকের আইনজীবী পুলিশকে এই মামলার তদন্ত শেষ করার আবেদন জানান। এরপরই মামলাটি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ক্রাইম ব্রাঞ্চকে হস্তান্তর করা হয়।

নতুন রূপে আসতে চলেছে পাবজি

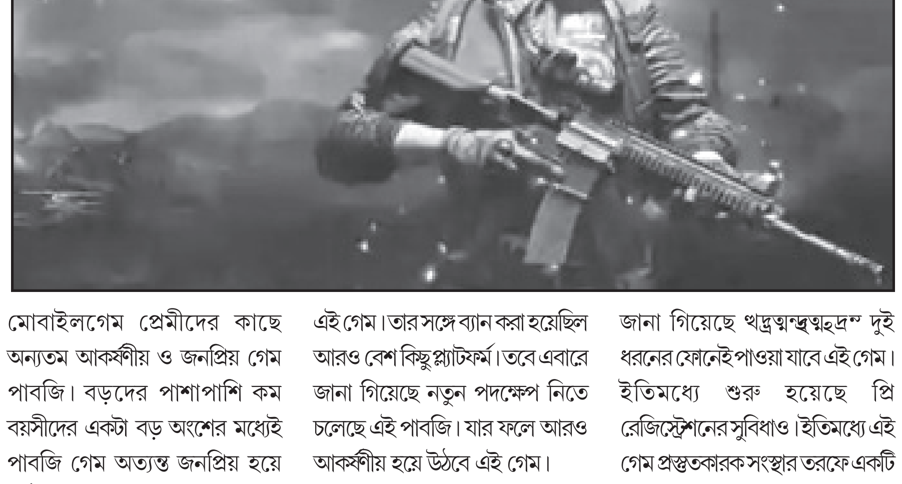

মোবাইলগেম প্রেমীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় গেম পাবজি। বড়দের পাশাপাশি কম বয়সীদের একটা বড় অংশের মধ্যেই পাবজি গেম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একটা সময়। কিন্তু গত বছরের চিন ভারত সংঘর্ষের জেরে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যান করা হয়েছিল এই গেম। তার সঙ্গে ব্যান করা হয়েছিল আরও বেশ কিছু প্ল্যাটফর্ম। তবে এবারে জানা গিয়েছে নতুন পদক্ষেপ নিতে চলেছে এই পাবজি। যার ফলে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এই গেম।

গত বছরে ভারতের তরফে নেওয়া এই পদক্ষেপের পরেই এই গেমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহন করেছিল একাধিক দেশ। জানা গিয়েছে খ্রদ্রত্মন্দ্রত্মহদ্রন্স দুই ধরনের ফোনেই পাওয়া যাবে এই গেম। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে প্রি রেজিস্ট্রেশনের সুবিধাও। ইতিমধ্যে এই গেম প্রস্তুতকারক সংস্থার তরফে একটি ট্রেলার সকলের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। আর তার ফলেই মনে করা হচ্ছে সুবিধা হবে গ্রাহকদের। প্রকাশিত হওয়া ট্রেলারে দেখা গিয়েছে আরও আকর্ষণীয় গ্রাফিক্সের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত লেভেলের গেমের সুবিধা। অর্থাৎ ফের গ্রাহকদের আকর্ষণের জন্য তাদের তরফে নিয়ে আসা হয়েছে একাধিক সুবিধা।তবে কবে নাগাদ এই গেম লঞ্চ করা হবে তা এখনো জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে দ্রুতগ্রাহকদের জন্য নিয়ে আসা হবে এই গেম। ইতিমধ্যে এই গেমের প্রি অর্ডার শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সঠিক ভাবে জানা যায়নি কবে নাগাদ পাওয়া যাবে এই গেম। তবে ট্রেলার লঞ্চের পাশপাশি এই গেম খেলার টেকনিক নিয়েও ভিডিও লঞ্চকরা হয়েছে। আর তা নিয়ে দেখা গিয়েছে তীব্র আকর্ষণ।পাশপাশি ট্রেলার দেখে গ্রাহকদের মধ্যে ফের এই গেম নিয়ে যে আকর্ষণ তৈরি হবে হবে তা নিশ্চিত ভাবে মনে করা হচ্ছে। এর আগেও একাধিকবার ফেরার চেষ্টা করা হয়েছিল পাবজির তরফে। কিন্তু তা সফল হয়নি।

অন্ধকারই ছিল ঋতাভরীর পুরোনো বন্ধু

কলকাতা: যাদের চারপাশ ঘেরা আলোর ঝলকানিতে তাঁরাও যে অন্ধকারকেই আশ্রয় করে নেয় নিজের ব্যক্তিগত সময়ে,তা জানতে কি ! এই ধরুন টলি অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী ।

ছোটো পর্দা দিয়ে কাজ শুরু করলেও খুব বেশিদিন তাঁকে ছোট পর্দায় দেখা যায়নি। বরং মিউজিক ভিডিও,শর্ট ফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বলিউডেও সমাদর পান। কল্কি কোয়েচলিন, অনুরাগ কাশ্যপ, আয়ুষ্মান খুরানার মতো অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাথে কাজ করেছেন তিনি। গত বছর মুক্তি পেয়েছিলো উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজনায় অরিত্র মুখার্জির পরিচালনায় সিনেমা 'ব্রমা জানেন গোপন কম্মোটি'। যেখানে মহিলা পুরোহিতের চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করেছেন ঋতাভরী চক্রবর্তী।

পাশাপাশি বিভিন্ন ফটোশ্যুট, অ্যাডের শ্যুটে নজর কাড়েন তিনি। তাঁর ছিপছিপে শরীরের উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে হটকেকের মতো। তবে এই সুদীর্ঘ যাত্রা কি খুব সোজা ছিল ? জীবনের সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে হয়তো মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছিলেন তিনি। সে সময়ের কথা কি আবারও মনে পড়লো অভিনেত্রীর ! আসল ঘটনা খোলসা করে বলা যাক।

সম্প্রতি তাঁর সোস্যাল অ্যাকাউন্টে একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। যে ছবিগুলোর ক্যাপশন নিয়েই আপাতত উত্তাল গোটা সোশ্যাল মিডিয়া।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে কালো অন্ধকার ঘরের মধ্যে অন্তর্বাস পরে অভিনেত্রী ঋতাভারি বসে আছেন। সাদা কালোতেও উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন তিনি। ছবিটির ক্যাপশনে লিখেছেন "হ্যালো ডার্কনেস মাই ওল্ড ফ্রেন্ড"। লেখাটির মাধ্যমে অভিনেত্রী আসলে কি ডিপ্রেশন বোঝাতে চেয়েছেন? না, সেই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি।

"ডার্কনেস মাই ওল্ড ফ্রেন্ড"-এই কথাটির মাধ্যমে অভিনেত্রী হয়তো বোঝাতে চাইলেন তাঁর এক সময়ের অবসাদের কথা। হয়তো ঋতাভারি জীবনেও এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য তিনি ক্যাপশনে ওই কথাটি লিখেছেন।

ভুবনেশ্বর পুলিশের দ্বারা এনএসইউআই সভাপতি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে আগরতলায় এনএসইউআইর বিক্ষোভ। ছবি- নিজস্ব।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রদত্ত কোনও প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেনি, অভিযোগ করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের

করিমগঞ্জ (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় সরকার প্রদত্ত কোনও প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেনি। বছরে দু কোটি চাকরি প্রদান, দেশের প্রত্যেক নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে জমা করা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে লাগাম টানা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া, প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। এ-সব অভিযোগ এনে 'অসম বাঁচাও' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার করিমগঞ্জেও বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ধরনা দিয়েছে জেলা কংগ্রেস।

আজ বেলা বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত জেলা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের সামনে দু ঘণ্টার প্রতিবাদী বিক্ষোভ ও ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে জেলা কংগ্রেস। মহিলা কংগ্রেস, সেবা দল, এনএসইউআই সহ কংগ্রেসের বিভিন্ন সংগঠন আজকের 'আসাম বাঁচাও' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়ের নেতৃত্বে এদিনের প্রতিবাদী ধরনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে এলাকা সরগরম হয়ে ওঠে। প্রদর্শন শেষে সতু রায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, গত পাঁচ বছরে সরকার সমগ্র রাজ্য সহ প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল সবকিছুই ঊর্ধগামী। পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে মসনদ দখল করেছিল বিজেপি। কিন্তু পরিবর্তন কোথায়? এই সরকারের প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে সতুবাবু আরও বলেন, সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এই সরকার। এতে বরাক উপত্যকার তিন জেলার বেকার যুবক যুবতীরা বুক ভরে আশা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু না, সরকার কথা রাখেনি।

সতু রায়ের আরও অভিযোগ, প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ করিমগঞ্জে স্থাপন না করে সরকার তাদের বিফলতার আরেক নিদর্শন করিমগঞ্জবাসীর সামনে তুলে ধরেছে। তাই এবার করিমগঞ্জের পাঁচটি আসনে বিজেপির হার নিশ্চিত। কংগ্রেসের নেতৃত্বে সাত দলীয় মহাজোটের প্রার্থীরা এবারের নির্বাচনে জনগণের পূর্ণ সমর্থনে জয়ী হবেন। রাজ্যে এবার মহাজোটের সরকার গঠন করে কংগ্রেস সু-শাসন প্রতিষ্ঠা করবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

শুভেন্দু-বিরোধী বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে রাজ্যের মামলা প্রত্যাহারে জল্পনা

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : ভোটের মুখেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিজেপি নেতা এবং শুভেন্দু অধিকারীর কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত আনিসুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার। এই মামলা প্রত্যাহারের পরেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে, তবে কী ভোটের মুখেই গেরুয়া শিবির ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে ভিড়ছেন তিনি? এ বিষয়ে রাজ্যের শাসকদলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বরাবরই অধিকারী সাম্রাজ্যের অন্যতম সদস্য তথা শুভেন্দু অধিকারীর কট্টর বিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন পাঁশকুড়ার জনপ্রিয় নেতা আনিসুর রহমান। মুকুল রায় তৃণমূল ছাড়ার পরেই দলে কোনঠাসা হয়ে পড়েন তিনি। পরে পাঁশকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুভেন্দুবাবুর 'দাদাগিরি'-তে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। বিজেপিতে যোগ দেন আনিসুর রহমান। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কয়েক মাস বাদে ২০১৯ সালে দুর্গাপুজোর নবমীর দিন রাতে পাঁশকুড়ার তৃণমূল ব্লক সভাপতি কুরবান শাহের খুনের ঘটনায় নাম জড়ায় এই দাপুটে বিজেপি নেতার। গ্রেফতার হন তিনি। এর পর গত কয়েক মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনৈতিক সমীকরণ অনেকটাই বদলে গিয়েছে। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নে বিভোর শুভেন্দু অধিকারী। আর এক সময়ে তাঁর প্রধান রাজনৈতিক শত্রু গেরুয়া শিবিরে সামিল হওয়ায় দলে গুরুত্বহীন হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন পাঁশকুড়ার জনপ্রিয় তথা দাপুটে নেতা।

করিমগঞ্জের হাতিখিরা চা বাগানের কিডনি বিকল উমাকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হল শিলচরে

পাথারকান্দি (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার হাতিখিরা চা বাগানের বাসিন্দা উমা রবিদাসকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিতান্ত দরিদ্র উমার দুটি কিডনিই বিকল হয়ে যাওয়ায় উন্নত চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না তাঁর অভিভাবকরা। সোমবার পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের সদ্য দানকৃত অ্যাম্বুলেন্সে করে উমা রবিদাসকে শিলচর মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে রোগিণী উমার শারীরিক অবস্থার খবর পেয়ে তাঁর চিকিৎসার জন্যে অভিভাবকের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা তুলে দেন বিধায়ক। পাশাপাশি উমার সুচিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর সঙ্গে কথা বলে তাকে অটল অমৃত যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুযোগ সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান কৃষ্ণেন্দু।

করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিলেন গৌতম দেব

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ (হি. স.) : স্বাস্থ্যকর্মীদের ভ্যাকসিন দেওয়ার পর দেশজুড়ে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ষাটোর্ধ টিকাকরণ।উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে করোনা টিকা নিলেন গৌতম দেব।এদিন ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেন তিনি। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর গৌতম দেব বলেন, সামনেই নির্বাচন রয়েছে।এখন নির্বাচনের আগে প্রচুর কাজ রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় যেতে হচ্ছে।সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ষাটোর্ধদের টিকা নিতে হবে, আজ নিলাম।২৮দিন বাদে ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নেবেন বলে জানান তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ফের হিন্দুদের সতর্ক করে দিলেন তথাগত রায়

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : ফের পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সতর্ক করে দিলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আর ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে বিজেপি ধর্মের তাস খেলছে বলে আগেই সরব হয়েছে বাম-কংগ্রেস ও তৃণমূল। অন্যদিকে, আইএসএফ-কে গুরুত্ব দিয়ে বাম-কংগ্রেসের জোট তৈরির উদ্যোগে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে নানা মহলে। সোমবার তথাগতবাবু টুইটে লেখেন, "১৯৪৫ সাল। স্বাধীনতা আসন্ন, বাঙালি হিন্দু মজে আছে গান্ধীজি বিশ্বপ্রেম ধর্মনিরপেক্ষতায়। সুভাষচন্দ্র বিস্মৃতপ্রায়, শ্যামাপ্রসাদ ব্রাত্য। তখন কি বুঝতে পেরেছিল কেউ, যে দশ বছরের মধ্যে সোয়া কোটি পূর্ববাংলার হিন্দু পথের ভিখারী হবে ?

আমরা কি আজকে পড়তে পারছি দেয়ালের লিখন?" উল্লেখ্য, আগেও বিভিন্ন সময়ে তথাগতবাবু টুইটে ও তাঁর ভাষণে এ ব্যাপারে তাঁর সতর্কতার কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের বিজেপি-বিরোধী তিন প্রধান দলকে একযোগে আক্রমণ করেছেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, "আব্বাসের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে মাথা নত করেছেন বাম এবং কংগ্রেস নেতারা। আর তাদের ইন্ধন দিচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলও। বিজেপির রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বলেন এঁরা। তাহলে আব্বাসের রাজনীতিটা কী?" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিজেপি-র নির্বাচনী কার্যালয়ে প্রার্থীতালিকা নিয়ে বিশেষ বৈঠক

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। প্রথম পর্যায়ের ভোটের আর এক মাসও বাকি নেই। এই অবস্থায় প্রাথমিক প্রার্থীতালিকা ঠিক করতে সোমবার কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে বৈঠক করছেন নেতারা। তবে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি-র সংসদীয় গোষ্ঠী।

চলতি মাসের শেষে বাংলায় প্রথম দফার ভোট। অর্থাৎ হাতে সময় অত্যন্ত কম। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কারা? প্রার্থী তালিকা নির্ধারণের এই বৈঠকে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই কলকাতায় এসেছেন অমিত শাহর বিশেষ দূত, দলের কেন্দ্রীয় নেতা ভুপেন্দ্র যাদব। এছাড়া আছেন ঝাড়গ্রাম, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, বিষ্ণুপুর ও পুরুলিয়া জেলার সভাপতিরা। থাকছেন জোনের পর্যবেক্ষক, জেলার পর্যবেক্ষকরা।

জানা গিয়েছে, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শিবপ্রকাশ, অরবিন্দ মেনন, দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়রা আছেন আজকের বৈঠকে। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে প্রথম দু'দফার প্রার্থীদের নাম স্থির করা হবে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রার্থীদের নামের একটা তালিকা দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে রাজ্যের তরফে। অমিত শাহর নিজের টিমও বিশেষ সমীক্ষা করে প্রার্থীদের নাম দিয়েছে। এই দুটো তালিকা মিলিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার অথবা বুধবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে বিজেপি। খুব দেরি হলে হয়তো বৃহস্পতিবার হতে পারে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শহরে চড়ছে তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শহরে চড়ছে তাপমাত্রা পারদ। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি। এদিন বাতাসে সর্বোচ্চ আদ্রতার পরিমাণ ৯৫ শতাংশ। এই সপ্তাহে আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও শহরে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

অন্যজিকে , দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জায়গা ঘন কুয়াশায় ঘেরা থাকবে। এমনকী চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। যদিও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় বৃষ্টির কোনও সম্ভবনা নেই। আগামী ২-৩ দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ২-৪ ডিগ্রি বেশি থাকবে। তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তা স্পষ্ট জানানো হয়েছে এদিন। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ তাপমাত্রা বাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অমিতাভের চোখের অস্ত্রোপচার সফল, ফের হবে সার্জারি

মুম্বই, ১ মার্চ (হি.স.) : অমিতাভ বচ্চনের অস্ত্রোপচার সফল।ব্লগে অভিনেতা জানান, তাঁর চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি ভালো আছেন। তাঁর অন্য চোখটির দৃষ্টিশক্তিও ঠিক নেই। এবং সেটিও অস্ত্রোপচার করতে হবে খুব শীঘ্র। শনিবার রাতে নিজের অস্ত্রোপচারের কথা জানিয়েছিলেন বিগ বি। অবশেষে জানা গেল ঠিক কী হয়েছে মেগাস্টারের। ইতিমধ্যেই বচ্চনের সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার নিজের ব্লগে অভিনেতা জানান,তিনি ভালো আছেন। সঙ্গে তিনি খোলসা করেন তাঁর চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি লেখেন, 'আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের জন্য, শুভ কামনার জন্য এই বয়সে এসে চোখের অস্ত্রোপচার একটু সূক্ষ্ম এবং এটা সঞ্চালানার জন্য দক্ষ হাতের প্রয়োজন। সেরাটাই করা হয়েছে, আশা করা যায়, সব ঠিক হবে তবে দৃষ্টিশক্তি এখন ঝাপসা, ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। এর জেরে টাইপিংয়ের সময় আমার ভুল হতে পারে, দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন'। তিনি আরও যোগ করেন, তাঁর অন্য চোখটির দৃষ্টিশক্তিও ঠিক নেই। এবং সেটিও অস্ত্রোপচার করতে হবে খুব শীঘ্র।

পরবর্তীতে বিকাশ বহেল-এর ছবি 'গুডবাই'তে দেখা যাবে অমিতাভকে। এই ছবির জন্য সময়ে সেরে উঠতে পারবেন কিনা তা নিশ্চিত নন অমিতাভ, তবে আশাবাদী তিনি।

আরএসএস কর্মী হত্যার প্রতিবাদে যন্তর মন্তরে বিজেপি বিক্ষোভ করেছে

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি. স.) : আরএসএস কর্মী নন্দু কৃষ্ণকে হত্যার প্রতিবাদে সোমবার দিল্লীর যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি।

কেরলে হিংসার ঘটনায় যেভাবে নন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল তারই প্রতিবাদে দিল্লির সাংসদ মীনাক্ষী লেখী, প্রেসিডেন্ট সুনীল যাদব নেতাকর্মীরদের নিয়ে দিল্লীর যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। নন্দু কৃষ্ণ হত্যার ঘটনায় জানা গেছে, তিনি একজন আরএসএস কর্মী ছিলেন। কেরালার কিছু মৌলবাদী তাঁকে পছন্দ করতোনা। এই হত্যার ঘটনায় যোগী আদিত্যনাথের কেরালার সমাবেশের সাথে সম্পর্কিত।

নয়াদিল্লির সাংসদ মীনাক্ষী লেখি এদিন বলেন, আমরা আমাদের কর্মী নন্দু কৃষ্ণর হত্যার ঘটনায় যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ করেছি। তিনি আরও বলেন, আসল আসামিরা এখনও ধরা পড়েনি। পিএফআই এবং পিকো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং আবু বকর ইসমাইল এই হত্যার সাথে জড়িত। এই মামলাটি জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) এ স্থানান্তর করা উচিত। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ফের দাম বাড়ল রান্নার গ্যাসের

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি. স.) : রবিবার মধ্যরাত থেকে আবারও বাড়ল ১৪.২ কিলোগ্রাম ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। শুধু ফেব্রুয়ারিতে তিন দফায় ১২৫ টাকা দাম বেড়েছে রান্নার গ্যাসের। সোমবার মাসের শুরুতেই মাথায় হাত মধ্যবিত্তের।

ইন্ডিয়ান অয়েলের তরফে জানানো হয়েছে, মার্চের পয়লা তারিখ থেকে কলকাতায় ১৪.২ কিলোগ্রাম ভর্তুকিহীন এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২৫ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪৫ টাকা ৫০ পয়সা। একইভাবে দিল্লি এবং মুম্বইয়ে ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের দর দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮১৯ টাকা এবং ৮২৩ টাকা। চেন্নাইয়ের রান্নার গ্যাস কিনতে গ্রাহকের পকেট থেকে খসবে ৮৩৫ টাকা।

প্রসঙ্গত, দিনচারেক আগেই গত ২৫ ফেব্রুয়ারি গ্যাসের দাম বেড়েছিল ২৫ টাকা। ডিসেম্বরে ১০০ টাকা দাম বেড়েছিল গ্যাসের। তার ফলে গত ৩০ নভেম্বর কলকাতায় যে ভর্তুকিহীন ১৪.২ কিলোগ্রাম সিলিন্ডারের দাম ছিল ৬২০ টাকা ৫০ পয়সা, তা এখন ৮৫০ টাকার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। অন্যদিকে, ভর্তুকিহীন ১৯ কিলোগ্রাম সিলিন্ডারের দামও বেড়েছে।কলকাতায় বাণিজ্যিক সিলিন্ডার কিনতে সোমবার থেকে লাগবে ১৬৮১ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯৭ টাকা ৫০ পয়সা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বন্ধ হয়ে গেল গুগলের গেমিং প্ল্যাটফর্মের পরিষেবা, কর্মহীন দেড়শো ডেভেলপার

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি. স.) : বন্ধ হয়ে গেল গুগলের ক্লাউড গেম স্ট্রিমিং পরিষেবা 'স্টেডিয়া'। বাতিল করা হল গেম তৈরির পরিকল্পনাও। যার ফলে মাসের শুরুতেই কাজ হারালেন কয়েকশো কর্মচারি।

গুগলের ক্লাউড গেম স্ট্রিমিং পরিষেবা 'স্টেডিয়া'। এর সঙ্গে অ্যাপলের ক্লাউড গেমিং পরিষেবা 'অ্যাপল আর্কেড'র মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এটির ঘোষণা করেছিলেন গুগল প্রধান সুন্দর পিচাই ২০১৯ সালে। সেই সময় বলেছিলেন এই স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের জন্য আলাদা করে গেমও তৈরি করা হবে। সেই অনুযায়ী নিয়োগ করা হয় প্রায় দেড়শো ডেভেলপার। একটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নিজেদের মত বদলে তা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন গুগল কর্তৃপক্ষ। যার জেরে বিপাকে পড়েছেন ওই গেম ডেভেলপাররা। কর্তৃপক্ষের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে কর্মচারিদের জানান হয়, 'স্টেডিয়া গেমস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট' বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

বন্ধ হওয়ার কারন হিসেবে মনে করা হচ্ছে, উচ্চমানের ভিডিও গেম তৈরি করার প্রক্রিয়াটি ব্যয়বহুল ও জটিল। যা গুগলের পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেই সঙ্গে স্টেডিয়ার সাবস্ক্রিপশনের ক্ষেত্রেও গ্রাহকদের থেকে আশানুরূপ সাড়া পাননি কর্তৃপক্ষ। গেমারদের জন্য চলতি বছরেই আরও একশোটি নতুন গেম আনা হবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নির্বাচনবিধি চালু হয়ে যাওয়ার পরেও তা অমান্যের অভিযোগ

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : নির্বাচনবিধি চালু হয়ে যাওয়ার পর সরকারি বা জনপ্রতিনিধিদের সব রকম প্রচার নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কৌশলে এই বিধি ভাঙা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

পূর্ব বর্ধমানের মূল ভুখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন কালীনগর থেকে নদিয়ার গয়েশপুর পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তা উদ্বোধনের কথা ছিল তৃণমূলের এই বিধায়কের। কিন্তু নির্বাচনী বিধি চালু হয়ে যাওয়ায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেই রাস্তার উদ্বোধন হয়নি। একইভাবে, উত্তরবঙ্গে একটি সেতুর আবরণ উন্মোচন না করে প্রস্তরফলক ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই রবিবার সল্টলেকে একটি চড়ুইভাতির অনুষ্ঠান ঘিরে বিতর্ক তৈরি হল। ওই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দমকলমন্ত্রী তথা বিধাননগরের বিধায়ক সুজিত বসু। যা দেখে বিজেপির অভিযোগ, চড়ুইভাতির নামের আড়ালে ওই অনুষ্ঠান আসলে ভোটের আগে তৃণমূলের জনসংযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা। যা আদর্শ আচরণ-বিধির বিরোধী।

বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির নির্বাচনী আহ্বায়ক অশেষ মুখোপাধ্যায় রবিবার অভিযোগ করেছেন, "বাসিন্দাদের সকলের পক্ষে সব নির্বাচনী আচরণ-বিধি জানা সম্ভব নয়। কিন্তু দমকলমন্ত্রী নিয়ম-কানুন জানেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর যোগদান ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। এটি কার্যত নির্বাচনী আচরণ-বিধি ভঙ্গের শামিল।"রাজ্য নির্বাচন দফতরের এক আধিকারিক বলেন, আমরা প্রতিটি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেই আবেদন করছি, নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ-সহ অভিযোগ পেলে তা খতিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

এক বছর বাদে দরজা খুলল নিবেদিতা সংগ্রহশালা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : যেন একটা ঐতিহাসিক দিন। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা বিশেষ সময়কালের অমলিন ঐতিহ্য। ১২১ বছর আগে এখানেই মেয়েদের স্কুল খুলেছিলেন আইরিশ বংশোদ্ভুত এক যুবতী। বৈভব ছেড়ে সারা জীবনের মত যিনি নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন বঙ্গসংস্কৃতি আর হিন্দু সনাতন জীবনধারা। যেখানে ছোট ইটের গাঁথনির ঠাকুর দালানে আজও জেগে ১৮৯৮-র ১৩ নভেম্বর। ২০২১-এর ১৫ মার্চ সকালে ওই বাড়ির সদরে বসে মঙ্গলঘট।

দ্বরোদ্ঘাটনের ঠিক পরেই করোনার জেরে বন্ধ হয়ে যায় সংগ্রহশালাটি। সোমবার এটি দর্শকদের জন্য ফের খোলা হয়। তবে, কমিয়ে দেওয়া হয়েছে পরিসর। আপাতত সপ্তাহে শুধু শনি ও রবিবার খোলা থাকবে দর্শকদের জন্য। ঢোকার আগে তাঁদের দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে। বন্ধ রাখা হয়েছে অডিওগাইড ও টাচস্ক্রিন পরিষেবা। একসঙ্গে ভিতরে যেতে দেওয়া হবে পাঁচজনকে। মাস্ক ও স্যানিটাইজার বাধ্যতামূলক। প্রবেশমূল্য মাথাপিছু ৫০ টাকা।

বাগবাজারে ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের কিছু প্রাককথনের প্রয়োজন আছে। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাস। শীতের এক অপরাহ্ণে লন্ডনে এক পারিবারিক আসরে স্বামী বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা শুনে প্রীত হলেন সকলেই। কিন্তু ২৮ বছরের এক শিক্ষিকার জীবনবোধ যেন এক লহমায় বদলে গেল। স্বামীজীর ধর্মব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ এবং অভিভূত ওই যুবতী এর পর স্বামীজীর প্রতিটি বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে উপস্থিত থাকেন। তারপর বিবেকানন্দকেই নিজের গুরু বলে বরণ করে নেন। তৈরি হল একটা ইতিহাস। লেখা হয়ে গেল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের জীবনের চিত্রনাট্য।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য নিবেদিতা উত্তর কলকাতায় এখানে, মানে বোসপাড়া লেনে একটি মেয়েদের স্কুল খোলেন। সব কিছুর তদারকিতে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। কালীপুজোর তিথিতে সেই ঠাকুর দালানে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের উপস্থিতিতে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন মা সারদা। পরে সেটির নাম হয় রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় মহামারী দেখা দিলে তিনি স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় রোগীদের সেবাশুশ্রূষা ও পল্লী-পরিষ্কারের কাজ করেন।

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লেখা এক চিঠিতে ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ির কথা নিবেদিতা জানিয়েছিলেন। নিবেদিতার আহ্বানে বাড়ির উঠোনের চা-চক্রে গান গেয়েছিলেন যুবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামনে তখন মন্ত্রমুগ্ধ স্বামী বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রলাল সরকার, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও কয়েক জন।

১৮৯৮-র নভেম্বরে নিবেদিতা বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার পরে তাঁর ডাকে একাধিক বার সেখানে এসেছিলেন মা সারদা। ১৮৯৯-র জুনে স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতা বিদেশে যান। ১৯০০-র নভেম্বর থেকে প্রায় এক বছর এক মাস ওই বাড়িতে ভাড়া ছিলেন মা সারদা। আড়াই বছর পরে শহরে এসে পাশের ১৭ নম্বর বাড়ি ভাড়া নিলেও নিজের কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটাতে ১৯০৪-এ ফের ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িটি ভাড়া নেন নিবেদিতা।

বাগবাজারের ১৬ নম্বর বাড়িকে ঘিরে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের সব স্মৃতিই আজও জাগিয়ে রাখতে চায় রামকৃষ্ণ সারদা মিশন। নিবেদিতাও তাঁর লেখায় বাড়িটিকে হিন্দু স্থাপত্যকলার অনন্য নিদর্শন বলেই উল্লেখ করেছেন। বর্মা-সেগুন কাঠের সদর দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকেই ডান হাতে নিবেদিতার পড়ার ঘর। তার পরেই ঠাকুর দালানের সামনে ছোট্ট উঠোন। যেখানে গান গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সামনে আরও দু'টি ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলে ঢোকার আগেই ফের ছোট্ট উঠোন ও ঘর। সেখান দিয়েই উঠেছে দোতলায় ওঠার অপরিসর সিঁড়ি। সংগ্রশালায় আসা দর্শকদের জন্য অবশ্য নতুন সিঁড়ি বানানো হয়েছে। দোতলা থেকে একতলা সর্বত্রই থাকছে নিবেদিতার জীবন ও সমাজসংস্কারের বিভিন্ন দিক এবং স্মৃতির নিদর্শন। রয়েছে সারদা মঠ তৈরির ইতিহাসও।

সংগ্রহশালায় ঢোকার মুখেই টিকিটের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের হাতে একটি 'অডিও গাইড' যন্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। হেডফোন কানে লাগিয়ে সেই যন্ত্রের বাংলা ও ইংরাজি ধারাভাষ্য মেনেই নিবেদিতার পড়ার ঘর, বারান্দা, ঠাকুর দালান, অন্দরমহল-সহ বিভিন্ন ঘর অর্থাৎ গ্যালারিতে পর্যায়ক্রমে পৌঁছতে পারবেন দর্শকেরা। প্রতিটি গ্যালারিতে ঢোকার মুখেই দেওয়ালে লাগানো কিউআর-কোডটি হাতে থাকা যন্ত্র দিয়ে স্ক্যান করলেই শোনা যাবে সেই ঘরের বৈশিষ্ট্য। আবার বেশ কয়েকটি গ্যালারিতেই ঢুকে ডিজিটাল স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়ালেই ফুটে উঠবে নিবেদিতার জীবন, কর্মকাণ্ডের বিবরণ-সহ স্কুল তৈরির ইতিহাস।

ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে প্রযুক্তিকেও কাজে লাগানো হয়েছে এই হেরিটেজ সংগ্রহশালায়। যেমন ঠাকুরদালানের দু'দিকের মুরালের সামনে থাকা 'ট্যাব'-এ চোখ রাখলেই জীবন্ত হয়ে উঠবে গঙ্গাপথে গিয়ে নৌকা থেকে নিবেদিতাকে মহিলাদের নিজস্ব মঠ তৈরির জন্য স্বামী বিবেকানন্দের জায়গা দেখানোর ঘটনার মতো অন্য বিষয়ও। দোতলায় নিবেদিতার শোওয়ার ঘরটি অবশ্য রাখা হয়েছে ধ্যানের জন্য। আপাতত করোনার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অডিওগাইড ও টাচস্ক্রিন পরিষেবা থাকছে না।

১৫ মার্চ ওই সংগ্রহশালা উদ্বোধন করা হলেও ২০ মার্চ প্রথম সংগ্রশালায় ঢুকতে পারেন দর্শনার্থীরা। কথা ছিল, সপ্তাহের প্রতি শুক্র, শনি ও রবিবার খোলা থাকবে সংগ্রহশালাটি। ঠিক হয়, প্রথম কয়েক মাস এমন চলার পরে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ওই দিনগুলিতে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকবে সংগ্রহশালাটি। নিবেদিতা সংগ্রহশালা সূত্রের খবর, সাধারণের জন্য ৫০ টাকা ও স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের জন্য ২০ টাকার টিকিট করা হচ্ছে। একসঙ্গে কুড়ি জন ঢুকতে পারবেন সংগ্রহশালায়। কিন্তু চালু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই এটি বন্ধ রাখতে হয়। সোমবার ফের খোলা হল এটি। শহরের বুকে নিবেদিতার স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে প্রস্তুত ১৬ নম্বর, বোসপাড়া লেন। ১২১ বছরের পুরনো স্মৃতি বয়ে চলেছে বোসপাড়া লেনের এই বাড়িতে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভূমিকা রয়েছে, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ও মলসম সম্পদায়ের সমাজপতিদের সম্মাননা প্রদান সমারোহ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি সমাজে সমাজপতিদের এই অবদানকে বিগত বছরগুলিতে উপেক্ষা করা হয়েছে। বর্তমান সরকার সমাজপতিদের স্বীক'তি দানের মাধ্যমে সেই ঐতিহ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নিয়েছে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতিদের সম্মাননা প্রদান করছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার এডিসি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৩৬২ কোটি টাকা ব্যয় করে ৬৮টি রাস্তা তৈরি করবে। এডিসি এলাকার সবগুলি রাস্তাকে পাকা করা হবে। এরমধ্যে ৩১টি রাস্তা তৈরি করতে ব্যয় হবে ১৩৫ কোটি টাকা। ৮টি রাস্তা তৈরিতে ব্যয় হবে ৪৬ কোটি টাকা এবং ২৯টি রাস্তা তৈরি করতে খরচ হবে ১৮১ কোটি টাকা। তিনি বলেন, এডিসি এলাকায় পেপার ব্লকের রাস্তা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এরজন্য সরকার ৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, আজ এক ঐতিহাসিক দিন। রাজ্যে প্রক'ত যাদের সম্মাননা পাওয়ার অধিকার রয়েছে আজ সেই সমাজপতিদের এই অনুষ্ঠানে সম্মাননা 'পন করা হলো। রাজ্যের জনজাতি গোষ্ঠীর ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকার আন্তরিক। সরকার প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর ক'ষ্টি সংস্ক'তিকে সম্মান করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, জমাতিয়া হদার অক্রা পুলিন্দ্র কুমার জমাতিয়া, জমাতিয়া হদার অক্রা পদ্মলীলা জমাতিয়া, মলসম দফার রাই মদন হরি মলসম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক ড. টি কে দেবনাথ। আজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জমাতিয়া হদার অক্রা পুলিন্দ্র কুমার জমাতিয়া, পদ্মলীলা জমাতিয়া এবং মলসম দফার রাই মদন হরি মলসমকে সম্মাননা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে কিল্লা ক'ষি মহকুমার অধীন ৬০ জন ক'ষককে জয়িংকামী মাঠে ভর্তকিতে ক'ষিজ যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। এতে মোট ব্যয় হয় ২৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৮১৪ টাকা।

জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের দিশায় বর্তমান সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্যের ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষা, শিক্ষা, সংস্ক'তির বিকাশে ও আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। আজ সাবম মহকুমার মনুবনকুলে ধম্মদীপা স্কুল মাঠে মগ জনজাতি গোষ্ঠীর প্রধান সমাজপতি সুচলা মগের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মগ জনজাতি গোষ্ঠীর প্রধান সমাজপতি সুচলা মগের হাতে মারক ও শংসাপত্র তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অনুষ্ঠানে বলেন, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রথম ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতিদের সম্মান জানানো হচ্ছে। কোনও জাতিগোষ্ঠীর সমাজপতিকে সম্মান জানানো হলে সেই জনগোষ্ঠীর মানুষ সম্মানিত বোধ করেন, তাদের আত্মমর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, ত্রিপুরার ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা ভাষা ও সংস্ক'তি রয়েছে। কিন্তু ভাষা সংস্ক'তি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। এরমধ্যে মগ সম্পদায় ভগবান বুদ্ধের উপাসক। তারা বুদ্ধের শান্তির বাণীর ধারক ও বাহক। মগ সম্পদায়ের মানুষের শিক্ষার বিকাশে মনুবনকুলে গড়ে তোলা হবে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য সরকার ২৫ একর জমি দান করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে তিব্বত, জাপান, বাংলাদেশ সহ বিদেশ থেকে বহু ছাত্রছাত্রী এখানে পড়তে আসবে। অন্যদিকে, পিলাকে বহু আগে থেকে বৌদ্ধ শিল্প স্থাপত্য রয়েছে। ফলে পর্যটনের বিকাশও হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীদিনে সাবম হয়ে উঠবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নগরী। এখানে বিশেষ অর্থনৈতিক অ'ল, লজিস্টিক হাব, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে। আগামীদিনে সাবমে আনুমানিক আড়াই লক্ষ লোকের রোজগার সৃষ্টি হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, সারা ভারতের মধ্যে প্রথম ১০ জন বৌদ্ধ ধর্মগুরুর মধ্যে মনুবনকুলের ড. ধম্মপ্রিয়া একজন। তিনি স্বর্ণপদক জয়ী ধর্মগুরু। শিলাছড়িতে রয়েছেন জাতীয়স্তরের স্বর্ণপদক জয়ী ক্রীড়াবিদ সান্দ্রাই মগ। অথচ পূর্বের সরকার এদের কোনও খবর নেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনজাতিদের উন্নয়নে নতুন মানসিকতা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন মাসের মধ্যে রাজ্যে এন সি আর টি কোর্স চালু করা হয়েছে। সি বি এস ই কোর্স চালু করা হয়েছে শিক্ষার উন্নয়নে। তাছাড়াও অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে বিনা খরচে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। কিষাণ সম্মাননিধির মাধ্যমে ক'ষকদের হাতে বছরে ৬ হাজার টাকা সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে। কর্মচারীদের তিন শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হয়েছে। এজন্য কোনও আন্দোলন করতে হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের দিশায় সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শঙ্কর রায়, মগ জনজাতি গোষ্ঠীর প্রধান সমাজপতি সুচলা মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন এবং সাবম মহকুমার মহকুমা শাসক তড়িৎকান্তি চাকমা।

রাজ্যের বর্তমান সরকার জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি জনজাতিদের চিরাচরিত সংস্ক'তি যাতে আরও বিকশিত হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। আজ শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রমনুর তৈকর্ম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠীর প্রধান অনিল রিয়াং কে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। তিনি বলেন, জনজাতিরা যাতে অন্যান্যদের চেয়ে কোন দিকে পিছিয়ে না থাকেন সে জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় সড়কের উন্নয়নের পাশাপাশি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৩৬২ কোটি টাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এডিসি এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয়জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল যাতে সবার কাছে পৌঁছে যেতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই দিশায় রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের সার্বিক উন্নয়নই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি শক্তিশালী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতিদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বর্তমান সরকার সম্মানিত করছে। শক্তিশালী সমাজ গঠনে জনজাতি গোষ্ঠীগুলি যে অবদান রেখেছে তার জন্যই তাদের সম্মানিত করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বকাফা বিএসি'র চেয়ারম্যান গৌরিশঙ্কর রিয়াং, দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার কুলবন্ত সিং, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

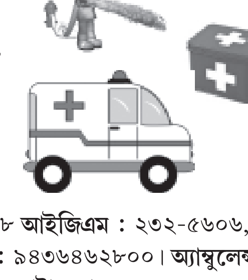

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তালতলা

● প্রথম পাতার পর

ফেলে। বিষয়টি সে সমাজের অন্যান্যদেরকে জানায়। বিষয়টি নিয়ে সালিশি সভা হয়। পুত্রবধূ বিষয়টি স্বীকার করে। সালিশী সভায় শশুরকে আর্থিক জরিমানা করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সৎ ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু হয় বলে অভিযোগ। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রহিম মিয়া বাড়ি থেকে বাজারে যাচ্ছিল। তখনই দুই ভাতিজা মিলে তাকে হত্যার চেষ্টা করে। আক্রান্ত রহিম মিয়ার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।এ ব্যাপারেমধুপুর থানায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার এর সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আশ্বাস

● প্রথম পাতার পর

সাহা। তিনি বলেন, অগ্নিকাণ্ডে ভাড়াটেকে সরকারি সহায়তা প্রদানের নিয়ম নেই। তবুও অন্য কোনও ভাবে সহায়তা করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে, জানান তিনি।

এদিন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান, সরকারিভাবে যতটুকু সহায়তা করা যায় তাতে কার্পণ্য করা হবে না। সরকার ও মালিক পক্ষকে এ-ক্ষেত্রে সহায়তা করা হবে। আগামী দিনে ক্ষতিগ্রস্থ দোকান মালিকরা আবার মাথা তুলে দাড়াতে পারেন সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে, আশ্বাস দেন তিনি।

রাস্তা

● প্রথম পাতার পর

ব্যক্তি জানান এই এলাকাথেকে ডিল ছোঁড়া দুরত্বে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এর বাড়ী। বিধায়ক ভোটের সময় বাড়ী বাড়ী ভোট চাইতে গেলেও ভোটের পর তিনি আর এই গ্রাম পরিদর্শনে যাননি। বিধায়ক ভোটের আগে গ্রামবাসীদের রাস্তা নির্মানের পতিশ্রুতিদিয়েছেন কিন্তু এখনোপর্যন্ত কাজেরকাজ কিছুই হয়নি। এলাকাবাসীর মধ্যে একজন জানান তিনি বিধায়ককে ছোটবেলাথেকে কোলেপিঠে করে নিয়ে ঘুরিয়েছেন কিন্তু বর্তমানে তিনি বিধায়ক হবারপর এলাকাবাসীদের ভুলেগেছেন। তাই এইবার এলাকাবাসী একত্রিতহয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এইবার আর কোনোপতিশ্রুতিতে কাজহবেনা। রাস্তা নির্মান না হলে এলাকাবাসী ভোট বয়কট করবে বলে জানান। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর সুবিধার্থে রাস্তা নির্মানে রাজ্য সরকার কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

দাবী

● প্রথম পাতার পর

সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে তারা আন্দোলনে শামিল হয়। ছাত্রবিক্ষোভের ফলে সোমবার বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন হয়নি। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনেও তারা আন্দোলনে শমিল হবে বলে জানিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ এইসব দাবি জানিয়ে আসছে কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ দাবি পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না বলে অভিযোগ।সে কারণে বাধ্য হয়েই তারা আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়েছে।

জন্মদিনে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি-পাটনা, ১ মার্চ (হি.স.) : জন্মদিনে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ছিল নীতিশ কুমারের ৭০ তম জন্মদিন। এদিন টুইটারে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। এদিন টুইটারে বিহারের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে নীতিশ কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।
এদিকে, নীতিশ কুমারের ৭০ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিহার জুড়ে বিকাশ দিবস পালন করা হচ্ছে। বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে বিতরণ করা হচ্ছে লাড্ডু, নোট বই, পেনসিল। দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে দুধ। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ুর জন্য মহাবীর মন্দিরে প্রার্থনা করেন নীতিশ কুমারের সমর্থকরা। এদিন দলের সদর দফতরে ৭০ পাউন্ডের কেকও কাটা হয়। নীতিশ কুমারের ছবির সামনে দুধ রেখে জন্মদিনের উৎসব পালন করা হয়।

দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিপ্লব দরকার: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রের প্রসারের প্রয়োজনে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে বিশ্ব বাজার ধরতে চলতি শতকে কৃষি পরবর্তী বিপ্লব এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিপ্লব আনা দরকার। সোমবার এক ওয়েবিনারে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি বলেন, 'কৃষি পণ্যের জন্য একাধিক বিকল্প বাজার তৈরি করা প্রয়োজন। কৃষিপণ্য বিক্রির সীমিত বাজারে ধাক্কা খাচ্ছে ভারতের অভ্যন্তরীণ আয়। তাই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য অবিলম্বে ভারতীয় কৃষিপণ্যকে বিশ্ব বাজারে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিতে হবে।' তিনি ইশারায় পূর্ববর্তী সরকারগুলিকে লক্ষ্য করে বলেন যে, দু-তিন দশক আগে করা হয়ে থাকলে দেশের পক্ষে খুব ভালো হত।
সোমবার কৃষি খাতে বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়ে আয়োজিত এক ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, প্রক্রিয়াজাত খাবারের বিশ্ববাজারে আমাদের অবশ্যই দেশের কৃষিক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হবে। এ জন্য গ্রামের নিকটবর্তী কৃষি শিল্প ক্লাস্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে যাতে গ্রামের লোকেরা নিজেই গ্রামে কৃষিকাজ সম্পর্কিত কর্মসংস্থান পেতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে, আজ কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্রে খাদ্য, ফলমূল, শাকসবজি এবং মৎস্যজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাতকরণের দিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এ জন্য, কৃষকরা তাদের গ্রামের কাছাকাছি জায়গায় আধুনিক সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ফার্ম থেকে প্রসেসিং প্লান্টে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও বাছাই করতে হবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি শিল্পকে সহায়তার জন্য ১১, ০০০ কোটি টাকার প্রকল্প এবং পিএলআই প্রকল্প নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন অপারেশন গ্রিনস স্কিমের আওতায়, কিসান রেলের জন্য সব ফল ও সবজি পরিবহনে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। কিসান রেলওয়ে দেশের কোল্ড স্টোরেজ নেটওয়ার্কের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।
তিনি বলেন, কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ''ল মাটি পরীক্ষা। বিগত বছরগুলিতে, লক্ষাধিক কৃষককে কেন্দ্রীয় সরকার সোয়েল হেলথ কার্ড দিয়েছিল। এখন আমাদের দেশে সোয়েল হেলথ কার্ড পরীক্ষার সুবিধা বাড়িয়ে দিতে হবে। তিনি এও বলেন, কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নে অবদানের বেশিরভাগ অবদান সরকারী ক্ষেত্রের। এখন সময় এসেছে এতে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর। আমাদের এখন কৃষকদের এমন বিকল্প দিতে হবে যাতে তারা গম এবং ধান বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। মোটা দানার শস্যের উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দেশের কৃষিজমির একটি বড় অংশ এ জন্য খুব দরকারী। মোটা দানার চাহিদা ইতিমধ্যে বিশ্বে খুব বেশি ছিল, এখন করোনার পরে এটি ইমিউনিটি বুস্টার হিসাবে খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

মেডিকেল কলেজে ভর্তির নাম করে আঠার লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েও পার পেল না প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। মেডিকেল কলেজে ভর্তির নাম করে আঠার লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েও পার পেল না প্রতারক। অবশেষে পুলিশের সহযোগিতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুরো টাকা ফেরত পেলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের ৩ ডিসেম্বর আগরতলা পশ্চিম থানায় একটি মামলা করেন আদিত্য ঘোষ পোদ্দার। তিনি অভিযোগ করেন তাঁর মেয়ে রাজস্থান কোটায় মেডিকেল পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর তিনি পাটনার এক ব্যক্তির সাথে পরিচিত হন। ওই ব্যক্তি পাটনা এইমসে ওই ছাত্রীকে ভর্তির সুযোগ করে দেবেন বলে আদিত্যবাবুর কাছ থেকে দফায় দফায় আঠার লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আদিত্যবাবু বিষয়টি রাজ্য পুলিশকে অবহিত করেন। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। সম্প্রতি পুলিশের একটি টিম পাটনা গিয়ে বিহার পুলিশের সহায়তায় ওই প্রতারকের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। অবশেষে ওই প্রতারক পুরো টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। ইতিমধ্যেই সিংহভাগ টাকা দিয়ে দিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটলে বিলম্ব না করে দ্রুত পুলিশকে অবহিত করার জন্য।

গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এডিসি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। সোমবার ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের বৈঠকে যেসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা সাংবাদিক সম্মেলনে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে আনেন সংগঠনের সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা। এদিনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে আসন্ন এডিসি নির্বাচন নিয়ে। এই নির্বাচনে মূলত যেসব এজেন্ডাকে সামনে রেখে গণমুক্তি পরিষদ ও অন্যান্য বামপন্থী উপজাতি সংগঠনগুলি প্রচারাভিযান করবে সেগুলির মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। গণতন্ত্র পুণরুদ্ধার করা ইত্যাদি। এই আহ্বানকে সামনে রেখে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ময়াদানে ঝাপাবে গণমুক্তি পরিষদ।

শিশুবিহার স্কুলে ভর্তির নামে টাকা হাপিজ প্রতারকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। রাজধানী শহরের বনেদি স্কুল শিশু বিহারে বাঁকা পথে ছাত্র ভর্তির চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ মিলেছে। একটি দুষ্ট চক্র এই ঘটনায় জড়িত। এ ব্যাপারে একজনকে সোমবার পুলিশ আটক করেছে। শিশু বিহার স্কুলের শিক্ষক পরিচয় দিয়ে ৫০ হাজার টাকার বিনিময় ছাত্র ভর্তি করার চেষ্টার গুরুতর অভিযোগ মিলেছে। বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল। শেষ পর্যন্ত এক ভুয়া শিক্ষককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম তুষার সাহা। বাড়ি ভট্টপুকুর এর কালিটিলা এলাকায়। এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে শিশু বিহার স্কুলে গিয়ে জানা যায় এ ধরনের কোন শিক্ষক বা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নেই। আটক জয়ন্ত দাস নামে এক ব্যক্তি শিশু বিহার স্কুলে ছাত্র ভর্তি করানো হয়েছে। এ বিষয়টিও অস্বীকার করেছেন কর্তৃপক্ষ।শিশু বিহার স্কুলে ছাত্র ভর্তি নিয়ে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় অভিভাবক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্প রয়েছে এই যোজনায় যেখানে কাজ না করিয়েও টাকা দিয়ে দেয়া হয়েছে। এইসব বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের গোচরে নেয়া হবে বলে জানান রতন লাল নাথ।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হবে। আত্মনির্ভর ভারত-আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকাল আহ্বান সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বায়োভিলেজগুলিতে বাঁশজাত নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে ছোট ছোট কমিউনিটি হল নির্মাণ করার উপরও সরকার অগ্রাধিকার দেবে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সময়ে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইকে যে ভাবে শক্তিশালী করেছেন তা কুর্নিশযোগ্য। যাঁরা কোভিড টিকা নেওয়ার জন্য মনোনীত তাঁদের সকলের কাছে টিকা নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি আমি। আসুন ভারতকে কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত করি।" এরপরই টুইটারে দেশবাসীকেও কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ১৬ জানুয়ারি থেকে দেশজুড়ে টিকাকরণ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দেশের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা টিকা পেয়েছেন। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ মার্চ থেকে দেশজুড়ে ষাটোর্ধ এবং ৪৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে যাঁদের কো-মর্বিডিটি রয়েছে তাঁরা টিকা পাবেন। সকাল ৯ টা থেকে সেই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এদিন দেশবাসীকে চমক দিয়ে সকাল বেলা কোভিড টিকা নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিকে, দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হতেই করোনার টিকা নিলেন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু । সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে টিকা নেওয়ার পরই চেন্নাইয়ে করোনা বিধি মেনে টিকা নেন উপরাষ্ট্রপতিও।

উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু তাঁর টিকা নেওয়ার ছবি শেয়ার করে এই তথ্য টুইটারে শেয়ার করেছেন।এদিন তিনি টুইটারে লেখেন, যে আজ আমি চেন্নাইয়ের সরকারি মেডিকেল কলেজে করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছি। পরবর্তী ডোজটি ২৮ দিনের পরে প্রয়োগ করা হবে। এদিন নিজে টিকা নেওয়ার এই পর্বের সমস্ত যোগ্য নাগরিককে এগিয়ে গিয়ে করোনার টিকা দেওয়ার জন্য আবেদন করেন।

অন্যদিকে, করোনা টিকা নিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। সোমবার পাটনায় করোনা টিকার প্রথম ডোজটি নেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার পর রাজ্যে সবার জন্য বিনামুল্যে করোনা টিকার ঘোষণা করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতিশ কুমার।

আজ ৭০ তম জন্মদিন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের। আর আজই করোনার টিকা নিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। এদিন পাটনায় করোনা টিকার প্রথম ডোজটি নেন মুখ্যমন্ত্রী। এই টিকার দ্বিতীয় ডোজ তাঁকে দেওয়া হবে ২৮ দিন পর। এদিন নিজে করোনার টিকা নেওয়ার পর রাজ্যের সকলের জন্য বিনামূল্যে করোনা টিকা দেওয়ার ঘোষণা করেন নীতিশ কুমার। এদিন তিনি বলেন, 'সরকারি পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালও বিহারবাসীকে বিনামূল্যে করোনা টিকা দেবে। সেই খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার।

নেতা

● প্রথম পাতার পর

মানুষের ঘাড়েই বোঝা বেড়েছে।

তাঁর দাবি, কোনও উৎস নেই, অথচ নেপালে পেট্রোল প্রতি লিটার ৬৮ টাকা এবং আফগানিস্তানে ৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষের ঘাড়ে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গর্হিত অপরাধ করছে। শুধু তা-ই নয়, মার্চের পর তেলের দাম কমবে দাবি করতেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লজ্জাবোধ করেননি। কারণ, পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন, জ্বালানি তেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য কমার সম্ভাবনা স্বাভাবিক।

বন্দী

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ীই তাদের বিচার হবে। তাই, আপাতত ফ্ল্যাগ মিটিঙের কোনও প্রয়োজন পড়ছে না, বলেন তিনি। ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কৃষকদের পরিবারের তরফে চাম্পাহাওর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উদ্যোগ

● আটের পাতার পর

দূর করতে উদ্যোগ নেয় পুর পরিষদ। যা আজ বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে। স্বাভাবিক কারণেই খুশি এলাকার মানুষ। এদিনের অনাড়ম্বর পূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় দলীয় নেতৃত্ব প্রবীর দাস ও ডিডাব্লিউ এস এর আধিকারিক গন।

শিবির

● আটের পাতার পর

হয়। দুর্গম পাহাড়ি জনপদ গুলিতে বসবাসকারী জনজাতিদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য, তাদের হাতের নাগালে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আজকের এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন। প্রায় ৭৫ জন রিয়াং জনজাতি অংশের মানুষরা আজকের শিবিরে অংশগ্রহণ করে পরিষেবা নেন এবং উপকৃত হন। দপ্তরের হাচুপাড়া রেঞ্জের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট দীপক সিনহা শিবির আয়োজনের ব্যবস্থাপনা করেন।

ক্ষুব্ধ

● আটের পাতার পর

নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকগন। এলাকাবাসী চাইছে এলাকার বিধায়ক জিষ্ণু দেব বর্মন যাতে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় চড়িলাম এর ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে। যারা আজ সমাজে বেশ সুনামের সহিত প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত ভালো শিক্ষকদের অন্য স্কুলে ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদেরকে যাতে অতি দ্রুত চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ফিরিয়ে নিয়ে আসে সেই দাবি অতি দ্রুত রাখতে চলেছে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী নিকট এলাকাবাসীসহ স্কুল পরিচালন কমিটি।

আক্রান্ত

● আটের পাতার পর

শাশুড়িকে বেধড়ক মারধর করে আসছে গত কয়েক বছর যাবৎ। তা নিয়ে দফায় দফায় সালিশি সভা হয়েছিল।
এমনকি মামলার পর কোন শুধরায়নি সেই অভিযুক্ত পুত্রবধূ শিখা দাস। যদিও মানবিকতা সংস্থার কর্ণধার জানান যদি কনা দাসের ইচ্ছা থাকে তাহলে তাকে নিয়ে যাবে বৃদ্ধাশ্রমে। এদিকে ৯৫ বছরের বয়স্কা কণা দাস জানান তার ছেলের সাথে থাকতে রাজি এবং সেখানেই মরতে রাজি। কিন্তু ছেলে পরিষ্কার করে বলতে রাজি নয় তার মাকে সমস্ত ভাবে দেখাশোনা করবে। যদিও মানবিকতা সংস্থার শেষবারের মতো সুযোগ দিয়ে যান ছেলে বিমল দাস কে।পরবর্তী সময় যদি পুত্রবধূ শিখা দাস শাশুড়িকে আক্রমণ করে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর

● আটের পাতার পর

লখিমপুরে লীলাবাড়ি বিমানবন্দরে বেলা ১২.১০ মিনিটে অবতরণ করেন তিনি। বিমানবন্দরে উষ্ণ স্বাগত জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, দেবব্রত শইকিয়া, প্রদ্যুত বরদলৈ, গৌরব গগৈ, সুস্মিতা দেব, পবনসিং ঘাটোয়ার, রানি নরহ রূপজ্যোতি কুর্মি সহ বহুসংখ্যক দলীয় নেতা।
বিমানবন্দরের প্রবেশদ্বার থেকে বেরিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে প্রায় ৫০০ মিটার পায়ে হেঁটে অপেক্ষারত কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে গিয়ে উপভোগ করেন বিহু, মিসিং নৃত্য এবং ঝুমুর নৃত্য। ঝুমুর দলের সঙ্গে হাতে হাত ধরে বহুক্ষণ নেচেচেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আজ তিনি ত্যাগক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত ১০টি জেলার কংগ্রেস দলের নেতা ও বিভিন্ন পদমর্যাদার পদাধিকারীদের সঙ্গে এক সভায় বসেন প্রিয়াঙ্কা। মাধবদেবের জন্মস্থান লেটেকুপুখুরিতেও যান গান্ধী।
দলনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভদরার সফরসূচি সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা জানান, লখিমপুর থেকে সড়কপথে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী চলে যানন বিশ্বনাথে। সন্ধ্যারাতে তিনি বিশ্বনাথের গহপুরে গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন নেত্রী। রাত কাটাবেন বিশ্বনাথ চারালিতে। আগামীকাল তিনি যাবেন তেজপুর। তেজপুরে বিশাল মিছিলে অংশগ্রহণ করে হাজরাপাড়া ময়দানে আয়োজিত সমাবেশে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে ভাষণ দেবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা। এর পর আগামীকালই বিকেলে তিনি দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করবেন, জানান প্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী ববিতা শর্মা।

াঙ্গন

মোতেরার পিচ নিয়ে বিতর্কিত টুইট ভনের ইংল্যান্ডের কোচকে তুলোধোনা করলেন পিটারসেন

একজন টুইট করে বিতর্ক সৃষ্টি করলেন। আর একজন, ভারতে সফরকারী দেশজ টিমকে পরামর্শ দিলেন কাঁদুনি না গেয়ে সোজা বলগুলো খেলার উপায় বার করতে।দু'জনেই প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। প্রথমজন, মাইকেল ভন। দ্বিতীয়জন, কেভিন পিটারসেন।প্রথমে, ভনের 'কীর্তি'তে আসা যাক। টুইটারে একটা বিতর্কিত ছবি পোস্ট করে বিতর্কে জড়িয়ে গিয়েছেন। যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মাঠে লাঙল দিয়ে চাষ হচ্ছে। যার সঙ্গে ভনের টুইট, 'চতুর্থ টেস্টের পিচ প্রস্তুতি দারুণভাবে চলছে। কিউরেটর বলছেন, বল দারুণ মুভ করবে। পিচে ভাল বাউন্স থাকবে। আর পঞ্চম দিনে টার্নও পাওয়া যাবে।' পুরোটাই হয়তো রসিকতা করে করা। কিন্তু ভনের টুইট খুব ভালভাবে নেননি ক্রিকেট সমর্থকরা।আসলে আহমেদাবাদের পিচ নিয়ে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন ভন। এবং এটা অনেকের কাছেই 'নিম্নরুচির' খোঁচা বলে মনে হচ্ছে।পিটারসেন (জ্ঞঞ্চ) আবার পিচ নয়, সোজাসুজি কাঠগড়ায় তুলছেন ইংল্যান্ড টিমকে। টিমের মানসিকতাকে। বলছেন, "শুনলাম, ইংল্যান্ডের কোচ সিলভারউড নাকি ভাবছে যে আইসিসির কাছে পিচ নিয়ে অভিযোগ জানাবে। কাঁদুনি গাইছে পিচ নিয়ে। এর চেয়ে জঘন্যতম মনোভাব আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। ইংল্যান্ড কোচের মনে রাখা দরকার, ও যদি কারও দিকে একটা আঙুল তোলে, তাহলে ওর দিকেও কিন্তু চারটে আঙুল উঠবে।"তিনি বর্তমান ইংল্যান্ড টিমে খেললে, আহমেদাবাদ টেস্টের পর কী করতেন, সেটাও বলে দিয়েছেন পিটারসেন। "পরিষ্কার বলতাম, দেখো আমরা খারাপ খেলেছি। আমাদের উচিত যে সময়টা পাচ্ছি, সেটাকে কাজে লাগিয়ে শেষ টেস্টে আরও প্রস্তুত হয়ে নামা। যাতে পরের টেস্টটা জেতা যায়," বলে দিয়েছেন কেপি। "কাঁদুনি না গেয়ে, পিচ নিয়ে অভিযোগ না করে, আইসিসির কাছে যাওয়ার কথা না ভেবে, আমি এটাই ভাবতাম। ঠিক আছে, অধিকাংশ আউট সোজা বলে হয়েছে। তা, নেটে যাও, গিয়ে চেষ্টা করো, কী করে সেটাকে আটকানো যায়। হাতের ব্যাটটাকে ব্যবহার করো সোজা বলগুলো খেলার জন্য।"এদিকে, গুজরাতের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের পিচ দেখে মোটামুটি অগ্নিশর্মা প্রাক্তন ইংল্যান্ড স্পিনার মন্টি পানেসরও। তাঁর মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে আহমেদাবাদ পিচের উন্নতি না ঘটলে তাদের ম্যাচ দেওয়াই উচিত নয় আইসিসির! "টেস্ট ম্যাচটাকে তো মোটামুটি ক্লাব ক্রিকেটের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হল। শনিবার করে ইংল্যান্ডে ক্লাব ক্রিকেট হয়। তা, সেই ক্লাব ক্রিকেটে আমরা বল করে একটা টিমকে একশো অলআউট করে দিই। পরে যে টিমটা ব্যাট করে, তারা আবার সেই রান তাড়া করতে মুশকিলে পড়ে যায়। কারণ পিচে বল ঘুরতে শুরু করে। আমার মতে, নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টেস্ট ম্যাচগুলো আরও লম্বা হওয়া উচিত। কারণ, সেই স্টেডিয়ামের উইকেট কতটা ভাল, লোকে তো সেটাও দেখতে চায়। স্টেডিয়ামটাকে দেখুন। কী দুর্ধর্ষ স্টেডিয়াম। আর সেখানে কি না দু'দিনে টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়ে যাচ্ছে! ন'শো বলের মধ্যে চারটে ইনিংস গুটিয়ে যাচ্ছে? এটা কি উচিত?" এক সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলে দিয়েছেন রুষ্ট পানেসর। এমনকী পিচ ঠিক না হলে ভারতের পয়েন্ট কাটার পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি।

আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন প্যারা তিরন্দাজিতে সোনাজয়ী

দুবাইয়ে আয়োজিত ফাজা বিশ্ব র্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় ভারতের প্যারা তিরন্দাজ রাকেশ কুমার ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছেন। ২০১৭ সালে প্যারা তিরন্দাজি শুরু করেন রাকেশ। চার বছরের মধ্যেই এই সাফল্য খুব সহজে আসেনি। এক সময় চরম হতাশ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ান রাকেশ। জীবনে অর্থাভাব আগেই ছিল। একটি দোকানে কাজ করে দিন চলত রাকেশের।এর মধ্যে ২০০৯ সালে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন রাকেশ। জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। হুইলচেয়ার নির্ভর হয়ে পড়েন। "২০০৯ সালে আমি দুর্ঘটনার শিকার হই। তার পর থেকে জীবন বদলে যায়। স্বাভাবিক জীবনযাপন করা তখন খুব কঠিন হয়ে গিয়েছিল। অন্তত ছ'মাস বিছানায় থাকতে হয়েছিল। তিন-চার বছর পরে যখন একটু সামলে উঠলাম, দেখলাম পা দিয়ে চলাফেরা করতে পারব না। তাই অন্য কিছু একটা করতেই হত। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না।," সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে বলেন রাকেশ। তিনি আরও বলেছেন, "মাথায় তখন ঘুরছিল, আমার চিকিৎসার খরচ পরিবারের পক্ষে চালানো সম্ভব হবে না। এই ব্যাপারটা ভেবেই আমার খুব খারাপ লাগছিল। তিন বার আত্মহত্যার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার পরিবার ও বন্ধুরা বাঁচায়। এর পরে ২০১৭-র শেষের দিকে স্থানীয় একটি তিরন্দাজি শিবিরে আমার কোচের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনিই আমায় তিরন্দাজ হওয়ার উৎসাহ দেন।" প্যারা তিরন্দাজিতে আসার পরে রাকেশের জীবন পাল্টে যায়। তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনটি সোনাও জিতেছেন। "কোচ উৎসাহ দেওয়ার পরে আমি তিরন্দাজি শুরু করি। যা আমার জীবন পুরোপুরি বদলে দেয়। কখনও আমি অনুশীলনে ফাঁকি দিইনি। যখনই তিরন্দাজি করতে গিয়ে আমার অর্থের প্রয়োজন পড়েছে, বন্ধুরা, কোচ সব সময় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।" আরও বলেছেন, "প্যারালিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জন করার জন্য টপস প্রকল্পেও আছি আমি। তাই তিরন্দাজির জন্য অর্থের আর কোনও সমস্যা নেই। এখন দেশের মানুষও আমাদের কথা জানছে। তাঁরাও আমাদের পাশে রয়েছেন। এখন আমাদের কর্তব্য সবার বিশ্বাস, আশার মর্যাদা রাখা।"বিশ্ব র্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় রাকেশরা এ বার দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছেন। ভারতীয় দল দুটি সোনা এবং তিনটি রুপো জিতেছেন। রাকেশের কম্পাউন্ড বিভাগে সোনার পাশাপাশি হরবিন্দর সিংহ এবং পুজা মিক্সড টিম রিকার্ভে সেরা হয়েছেন। এ ছাড়া শ্যাম সুন্দর এবং জ্যোতি বালিয়ান কম্পাউন্স মিক্সড টিম বিভাগে রুপো পান। শ্যাম এবং জ্যোতি পুরুষ ও মহিলা বিভাগেও রুপো জেতেন।

রাঁচির মন্দিরে পুজো দিলেন ধোনি প্রিয় তারকাকে ছুঁতে ভিড় অনুরাগীদের

তাঁর দেব-দ্বিজে ভক্তির কথা সকলেরই জানা। কখনও একা তো কখনও পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।এবার রাঁচির দেওরি মন্দিরে দেখা মিলল তাঁর। কথা হচ্ছে মহেন্দ্র সিং ধোনির। পুজো দিতে হঠাৎই হাজির তিনি। আর তাঁকে দেখতে ভিড় জমালেন অনুরাগীরা।২০১৯ বিশ্বকাপের পরই নিজেকে ক্রিকেট থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। তারপর গত বছর ১৫ আগস্ট লকডাউনের মাঝেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক। তারপর থেকে বেশিরভাগ সময়টাই কাটিয়েছেন স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে। মাঝে অবশ্য আইপিএলের মঞ্চে ফের ধোনির পারফরম্যান্স দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। যদিও গত মরশুমে টুর্নামেন্টে নজর কাড়তে ব্যর্থ হয় ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস (ঙ্খছজ্ঞ)। তবে আসন্ন আইপিএলেও ক্যাপ্টেন কুলের উপরই ভরসা রাখছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। আর টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই দেওরি মাতার দর্শন করে এলেন ধোনি।তিনি নিজে পোস্ট না করলেও ইতিমধ্যেই ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে মাহির বেশ কয়েকটি ছবি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, কালো টি-শার্ট গায়ে চাপিয়ে মন্দিরে হাজির ধোনি। গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। তবে সঙ্গে সাক্ষী ধোনি কিংবা মেয়ে জিভাকে দেখা যায়নি। জানা গিয়েছে, ছোটবেলার বন্ধু সীমাত লোহানি ওরফে চিট্টুর সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছিলেন ধোনি।রাঁচিতে থাকলে যে কোনও বড় টুর্নামেন্টের আগেই এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন ধোনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। নয়া মরশুমে চেন্নাইয়ের জার্সিতে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার আগে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিলেন ক্যাপ্টেন কুল।

কলকাতা-সহ ছয় শহরে আইপিএলের ম্যাচ হবে, জানিয়ে দিল বিসিসিআই

একটা শহরে নয়, মোট ছয়টি শহরে বসবে চতুর্দশ আইপিএলের আসর। মিলেজুলে ছয়টি কেন্দ্রে ম্যাচ দেওয়া হবে, তেমনই জানানো হয়েছে ভারতীয় বোর্ড সূত্রে। গত বছর করোনা সংক্রমণের জন্য প্রথমে আইপিএল পিছিয়ে গিয়েছিল। পরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে জৈব সুরক্ষা বলয়ে থেকে টুর্নামেন্ট খেলেছিলেন ক্রিকেটাররা। করোনার দাপট আপাতত অনেকখানি নিয়ন্ত্রণে আসায় এবং টিকাকরণ চালু হয়ে যাওয়ায় ঠিক হয়, দেশের মাটিতেই হবে আইপিএলের আসর। মুম্বই ও পুণের পাশাপাশি নক আউটের জন্য মোতেরাকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনা সংক্রমণের কারণে বিকল্প চিন্তা ভাবনা শুরু করতে বাধ্য হয় বিসিসিআই। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কলকাতাসহ চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লির নামও উঠে আসে।যদিও পরে বোর্ড সূত্রে জানানো হয়েছে, মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, আহমেদাবাদ, দিল্লি ও বেঙ্গালুরু এই শহরগুলিতে ম্যাচ হবে। মুম্বইয়ের ম্যাচের ক্ষেত্রে স্টেডিয়ামে দর্শকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকতে পারে। অন্যান্য ভেন্যুতে ৫০ শতাংশ সমর্থককে গ্যালারিতে বসে ম্যাচ দেখার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে ছ''টি শহরে সফর করা নিয়ে বেশ ধন্দে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি।উল্লেখ্য, আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ান ডে সিরিজ নিয়ে ইতিমধ্যেই বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মার্চের ২৩ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা সিরিজ দর্শকশূন্য মাঠেই খেলতে হবে বিরাটদের। এবার অবশ্য আইপিএলে জৈব সুরক্ষা বলয় থাকছে না। কিন্তু যে মাঠে খেলা হবে, তার জন্য নির্দিষ্ট কোভিড বিধি মানতে হবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম কঠোর হলেও বাকি কেন্দ্রগুলিতে তেমন কড়া নিয়ম থাকবে না। যদিও বিসিসিআই মারফতআভাস দেওয়া হয়েছে, আইপিএল শুরুর আগে প্রতি দলের অধিনায়কদের নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করে দিতে একটি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হতে পারে।

শক্তিশালী মুম্বইয়ের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্বপ্নভঙ্গ এটিকে মোহনবাগানের

একেই হয়তো বলে তীরে এসে তরী ডোবা। গোটা টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ছন্দে ছিল হাবাসের ছেলেরা। এমনকী গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে পর্যন্তও লিগ তালিকার শীর্ষে ছিল এটিকে মোহনবাগান। এই ম্যাচে ড্র করতে পারলেই নজির গড়তেন রয় কৃষ্ণরা। কিন্তু সব হিসেব এলোমেলো করে দিল সার্জিও লোবেরোর মগজাস্ত্র। আক্রমণাত্মক মুম্বইয়ের কাছে হেরে শূন্য হাতেই মাঠ ছাড়তে হল সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে। আর সেই সঙ্গে ভাঙল তাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার স্বপ্ন। এদিন জেভিয়ার হার্নান্ডেজের পরিবর্তে প্রণয় হালদারকে নামিয়েছিলেন হাবাস। সাসপেনশনে থাকা শুভাশিস বসুর বদলে নামেন মার্সেলিনহো। কিন্তু রয় কৃষ্ণদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেন ওগবেচেরা। আর তাই গোলমুখ খুলতে বেশি সময়ও লাগেনি। মাত্র সাত মিনিটে লং পাশে মাথা ছুঁয়ে অনবদ্য একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ফল। প্রথমার্ধেই মুম্বইয়ের হয়ে ব্যবধান বাড়ান ওগবেচে। দ্বিতীয়ার্ধেও নিজেদের দাপট বজায় রাখেন তাঁরা। যদিও আর কোনও গোল হজম করতে হয়নি এটিকে মোহনবাগানকে। তবে সেট পিস পজিশন থেকে গোলের সুযোগও হাতছাড়া করেন তাঁরা। উলটোদিকে চ্যাম্পিয়নদের মতো খেলেই লিগ শীর্ষে থাকা দল হিসেবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার ছাড়পত্র হাতে পেয়ে গেল মুম্বই।হায়দরাবাদের সঙ্গে ড্র করার পরই মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ফাইনাল ম্যাচে পরিণত হয়েছিল এটিকে মোহনবাগানের। আর সেখানেই কঠিন প্রতিপক্ষের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। যে দল কি না গত ম্যাচে লাস্ট বয় ওড়িশাকে ৬ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ছন্দেই আজ ধরা দিলেন মুম্বইয়ের ফুটবলাররা। বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই জয়ের খিদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁরা এদিন তিন পয়েন্ট ছাড়া আর কিছুই ভাবেননি। উলটোদিকে ড্র করলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র পেতেন রয় কৃষ্ণরা। হয়তো সেই ভাবনাই কাল হয়ে দাঁড়াল। সমসংখ্যক ম্যাচে (২০) দুই দলই ৪০ পয়েন্টে শেষ করল। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে শেষ হাসি হাসল লোবেরো ব্রিগেডই।

কবি সম্মেলন

তারিখ ঃ- ৫ মার্চ, ২০২১

সময় - বিকাল ২:৩০ মি - ৪:৩০ মি

সঞ্চালনা - স্বাতী ইন্দু

নিতীশ রঞ্জন পাল, রিতা ঘোষ, ডঃ হিমাদ্রি ডারিং, জহর দেবনাথ, ইরেস দেবনাথ, কিশোর কুমার অধিকারী, কৃপেশ ঘোষ, সুরত মারাক, অমূল্য ভৌমিক, প্রদীপ দেবনাথ, জীবন প্রকাশ সাহী, আয়োষ চক্রবর্তী, দেবোপম রয়, পার্থ প্রতীম লোধ, সঞ্জয় দাস, বিজিত গোস্বামী, সেবিকা ধর, সুগত দেবনাথ, বিপ্লব মজুমদার, রাহুল দত্ত চৌধুরী, প্রদীপ চক্রবর্তী, সুবল সরকার, ভুপেশ শর্মা, স্বরত চাকমা, ফণীন্দ্র ভূষণ চৌধুরী, অমর চাকমা, বকুল বিকাশ চাকমা, নন্দ মোহন চাকমা, মহম্মদ ফকর উদ্দিন, রাজু বণিক, চাকমা ধুজি রয়, কৃপা মোহন চাকমা, কুসুম কান্তি চাকমা, বাসতি চাকমা, জোৎস্নাময় চাকমা, বিজয় বহন চাকমা, চঞ্চলা চাকমা, রচনা টীকমা, দেবলীনা চক্রবর্তী, মৌসুমী ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ দে, সত্যজিৎ দত্ত, পরিতোষ দেব, অনন্যা পালিত, কৌশিক বণিক, উৎপল মল্লিক, মিঠুন চক্রবর্তী, অনুজ পাল, বিশ্ববন্ধু সেন, দীপাল দাস, মলিনা দেবনাথ, অলকেশ অদিত্য, নিরঞ্জন দাস, রূপালী অধিকারী, বাপ্পা চক্রবর্তী, চয়ন মজুমদার, সঞ্চয়িতা রায়, নন্দিতা মহালানবীশ, কৌস্তব ভট্টাচার্য, অরবিন্দ রায়, অমিত কুমার সাহা, মধুমঙ্গল সিনহা, অভিজিৎ চক্রবর্তী, অনিমেষ নাথ, দেবাশীষ দাস, দেবাশীষ নাথ, অমলেন্দু চৌধুরী, বিমল মহিষ্যদাস, বিধান চন্দ্র দে, প্রিয়তোষ দত্ত চৌধুরী, নিখিলেশ দত্ত, মঞ্জুরি শর্মারায়, সুধীর চক্রবর্তী, অসীম মজুমদার, শম্পা বৈদ্য; পরেশ দেবনাথ, শাশ্বতী দেব, শেফালি দাস, অনিল কুমার নাথ, ছোটন দে, অর্পিতা আচার্য, দেবাশ্রিতা চৌধুরী, সুদীপা নাথ, লক্ষণ বণিক, মাধম বণিক, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, সনজিৎ বণিক, আকবর আহমেদ, বিধু দেব, পুলক চক্রবর্তী, পার্থ সেনগুপ্ত, দেবব্রত দেব পুরকায়স্থ, মুকুল কুমার ঘোষ, শুভেশ চৌধুরী, আশিস কুমার বৈদ্য, রূপন রায়, পল্লব ভট্টাচার্য, সুস্মিতা দাস, নলিনীকান্ত বন্দ, অনিতা ঋষিদাস, রবীন্দ্র কুমার দত্ত, নন্দিতা রায়, রতন আচার্য,রত্না মজুমদার, গৌতম রায়, অবিস্মান ভট্টাচার্য, সংগীতা দেওয়ানজী, নীলমণি দত্ত, সায়ন সাহা, নির্মল চক্রবর্তী, শুভঙ্কর ঘোষ, আশিস ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা সেনগুপ্ত, নবীন কিশোর রায়, শ্যামল কান্তি দে, অঞ্জন বণিক, শান্তা দেব, শেখর সি দত্ত, নারায়ন আঢ্য, সন্ধ্যা ভৌমিক, রূপসী দাস, অশোককুমার দে, স্বপনকুমার মজুমদার, প্রসেনজিৎ বণিক, প্রিয়লাল চাকমা, অনিল কুমার সিনহা, দেবাঙ্কিতা চক্রবর্তী, ক্ষিরোদ দেববর্মা,রাকেশ দেববর্মা, মধুসুদন দেববর্মা, সমা চক্রবর্তী,সমাজয় চাকমা,অন্নপূর্ণা চাকমা,বনবীর তালুকদার,জীদন মুক্তি ত্রিপুরা,মনু বিহারী দেওয়ান, নলিনী কান্ত বন্দ, সাচাংগ ত্রিপুরা, ইন্দুমাধব চক্রবর্তী, মানিক দাস, মনোজিৎ দত্ত, রেখা দত্ত, প্রদীপ সরকার, পার্থ চক্রবর্তী, দীপেন নাথশর্মা, গণেশ দেবরায়, সোমেন চৌধুরী, ধনঞ্জয় মুখার্জী, তমা মজুমদার, মিঠু দেবনাথ, দীপাল ঘোষ, প্রণতী ঋষি দাস, বিপ্লব পাল, গোপাল বিশ্বাস, শেফালী ভৌমিক, বিকাশ সরকার, সংগীতা গুপ্ত, রাজেশ দেববর্মা, সজল দেব, জ্যোতিপ্রকাশ দাস, অশোক দেব, আপন দাস, মাধবী ভটাচার্য, স্বপন ভৌমিক, শর্মিষ্ঠা সরকার, বিধান চন্দ্র দে, রবীন্দ্র দেবনাথ, চিরশ্রী দেবনাথ, প্রাণজয় সিনহা, আনিমেষ পাল, প্রদীপ নাথ, ঋষিকেশ নাথ, অমলেন্দু চৌধুরী, সেলিম মুস্তাফা, প্রদীপ কুমার নাথ, বিমল দাস, গৌরব ধর, সুকান্ত মালাকার, জনি ভট্টাচার্য, সচয়িত্রি মজুমদার, কাজল কান্তি রায়, রিপন চন্দ, নিরঞ্জন দাস, মলিনা দেবনাথ, নির্ধন দাস, সুস্মিতা রায়, বিনয় কুমার সাহা, প্রবীর চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA-D-1578/21

সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বিপাকে আফ্রিদি, বয়স নিয়ে নেটমাধ্যমে হাসির হুল্লোড়

জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ জানালেন শাহিদ আফ্রিদি। তারপরেই ফের এক বার মাথাচাড়া দিল তাঁর বয়স নিয়ে বিতর্ক। আফ্রিদির আসল বয়স কত, তা জানতে নেটমাধ্যমে পরের পর প্রশ্ন ছুঁড়ছেন নেটাগরিকরা।আজ, অর্থাত১ মার্চ আফ্রিদির জন্মদিন। সকালেই সেই সম্পর্কে টুইট করেন আফ্রিদি। লেখেন, "আপনাদের জন্মদিনের শুভেচ্ছার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ৪৪ হয়ে গেল আজ! আমার পরিবার এবং সমর্থকরাই সব থেকে বড় সম্পদ। মুলতানের হয়ে সময়টা খুব উপভোগ করছি। আশা করি আগামী দিনে আরও ম্যাচ জিতিয়ে সমর্থকদের আনন্দ দিতে পারব।"আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছে, আফ্রিদির জন্ম ১ মার্চ, ১৯৮০, যার অর্থ তাঁর এখন ৪১ বছর বয়স। টুইটে সেটাই তুলে ধরেছেন পাকিস্তানের সাংবাদিক দানিয়াল রসুল। লিখেছেন, "শুভ জন্মদিন শাহিদ আফ্রিদি। সরকারি ভাবে ওয়েবসাইটের ওঁর বয়স ৪১, আত্মজীবনীতে লেখা ৪৬, এখন দেখলাম ৪৪!" আর এক সমর্থক লিখেছেন, "এ নিয়ে কিছু বলার দরকার নেই! আফ্রিদির কাছে বয়স নেহাতই একটা সংখ্যা, সে ৪১-ই হোক বা ৪৪!" এক সমর্থকের কটাক্ষ, "১৯৯৬-য়ে অভিষেকের সময় আফ্রিদির বয়স ছিল ১৬। সেটা ধরলে, ও অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে। মাত্র ২৫ বছরে ওঁর ২৮ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে।" উল্লেখ্য, আফ্রিদি বছর দুয়েক আগে বলেছিলেন ১৯৯৮-এ যখন অভিষেক হয়েছিল তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯। কিন্তু রেকর্ড বই সে কথা বলছে না।

সেমিফাইনালে মুখোমুখি হতে পারেন সিন্ধু-সাইনা

পয়া সুইস ওপেনে ছন্দে ফেরার মরিয়া চেষ্টায় পি ভি সিন্ধু এবং সাইনা নেহওয়াল। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। সব ঠিকঠাক থাকলে সেমিফাইনালেই দেখা হতে পারে ভারতের দুই তারকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ের। জানুয়ারিতে তাইল্যান্ডে তিনটি ইভেন্টেই হতাশাজনক ফল করেছিলেন সিন্ধু। কিন্তু সুইস ওপেন ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে খুবই পয়া। সাইনা এখানে পরপর দু'বার খেতাব জিতেছিলেন ২০১১ এবং ২০১২ সালে। কিদাম্বি শ্রীকান্ত (২০১৫), এইচ এস প্রণয় (২০১৬) এবং সমীর বর্মা (২০১৮) পুরুষ বিভাগে জিতেছেন আগে।এ বারেও বিভিন্ন খেলোয়াড়দের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত ডাবলস সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেটির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতায় চীন এবং এশিয়ার বেশিরভাগ নামী খেলোয়াড়ই খেলছেন না। ফলে সিন্ধু এবং সাইনার সামনে লড়াই আরও সহজ। অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন ক্যারোলিনা মারিন অবশ্য রয়েছেন। করোনা এবং বিভিন্ন কারণে দীর্ঘদিন এই দুই তারকার মুখোমুখি সাক্ষাৎ দেখতে পারেননি ক্রীড়াপ্রেমীরা। এ বার তাঁদের সামনে সেই সুযোগ।

Tripura University
(A Central University)
Suryamaninagar
West Tripura-799022

No. TU/FIN(402)/(P)/2019-20 Date: 26 / 02 / 2021

Advertisement for the post of JRF

Applications are invited for the post of one Junior Research Fellow (JRF) under the project entitled "Environmental Impact of Anthropogenic Activities on Wetland Bio-Diversity of Rudrasagar Lake, The Ramsar Site of Tripura". funded by DBT, Government of India, under the Principal Investigatorship of Dr. Saptarshi Mitra, Assistant Professor, Department of Geography and Disaster Management. The post is purely temporary with a monthly fellowship of Rs.31,000/- + admissible HRA. Details can be seen and download from **www.tripurauniv.ac.in**

RRGISTRAR

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-34/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.25/02/2021

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, 'Unakoti, Tripura invites **percentage rate e-tender** on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 05/03/2021 for the works vide:- (i) **DNIT.No. 119/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.25/02/2021.** For details visit website https://tripuratenders.gov.in/eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA-C-3366/21

(Er. Surajit Bhattacharyya)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division

MEMORANDUM

Tender ID No:- 2020_CEPWD_16127_1
Tender Reference Number:-08/B/Dme-vsE-nupwo (Rea) 2020-21.
Tender Title:- Construction of 500 MT capacity Food Godown including ancillaries, Compound wall & development of site at Belbari under Belbari block, West Tripura SH: Construction of Internal Road including drians.
Corrrigendum Title:- Cancellation of Tender.
Tender for Construction of 500 MT capacity Food Godown including ancillaries, Compound wall & development of site at Belbari under Belbari block, West Tripura SH: Construction of Internal Road including drains has been cancelled due to some technical issue.

For and on behalf of the Governor of Tripura

(Er. S.N. Sarkar)
Executive Engineer
Jirania Division ,PWD(R&B).

ICA-C-3371/21

Name of the work: Notice Inviting SNIQ for **"Ultra High Purity Helium Gas with Cylinder for Multi Disciplinary Research Unit, AGMC and GBP Hospital, Agartala"**
Two Short Notice Inviting Quotations (SNIQs) as mentioned above are hereby invited from resourceful, experienced and licensed manufacturer or their authorised local supplier, dealer/distributors. For detail tender information and document may be seen at notice board of AGMC and AGMC college website (www.agmc.nic.in).

Principal
AGMC & GBP Hospital,
Agartala

ICA-C-3360/21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-48/EE/RDAD/2020-21 Dt. 25/02/2021

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 10/03/2021 for the following works:
(1) "Construction of part of 2" floor of new Academic Building at Ramthakur College, Agartala (2" Call)". ECV: Rs.37, 25, 035.00
(2) "Construction of Additional Classroom at Narsingarh H. S. School, AMC, West Tripura under Samagra Shiksha Abhiyan programme during the year 2020-21 (2nd Call)". ECV: Rs.22,37,764.00.
(3) "Upgradation of Belmura Health Sub Centre to Health & Wellness Centre under Old Agartala RD Block (2" Call)" .ECV: Rs. 6,73,831.00
(4) "Construction of Open Community Shed at Madhya Champamura GP under Old Agartala RD Block". ECV: Rs. 14,69,579.00
(5) "Sinking of SBMDTW along with 200.00 mtr pipe line at SIPARD complex, Agartala, West Tripura". ECV: Rs. 3,37,450.00
6) "Construction of Type-II Qtr (Twin type) Double storey with Three storey foundation at Baikunthapur PHC under Hezamara R D Block/SH:-Internal Electrification work thereof." ECV: Rs. 73,32,212.00
(7) "Maintenance of Internal Electrification of Durjoynagar High School at Natunnagar GP under Bamutia RD Block, West Tripura". ECV: Rs. 2,22,545.00
Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381-2325988. Any subsequent corrigendum/ Memorandum will be available in the website only.

ICA-C-3353/21

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সিপিএম দুস্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী। প্রতিবাদে সোমবার আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল। ছবি নিজস্ব।

বিজেপি সরকারকে উৎখাত করে কংগ্রেসকে ফের ক্ষমতায় এনে অসমে সু-শাসন ফেরানোর ডাক প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর

গুয়াহাটি, ১ মার্চ (হি.স.) : দু দিনের রাজ্য সফরে এসে প্রদেশ কংগ্রেসকে অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করছেন নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা। কংগ্রেসের 'আহক অসম বঁচাও' (আসুন অসম বাঁচাই) কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার উজান অসমের লখিমপুরে চাবতি অরুণোদয় কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত যুবকংগ্রেসির একটি জনসভা এবং পদযাত্রায় অংশ নেন প্রিয়াঙ্কা। উভয় কর্মসূচিতে প্রিয়াঙ্কা বিজেপি সরকারকে উৎখাত করে কংগ্রেসকে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে রাজ্যে সু-শাসন ফিরিয়ে আনার ডাক দেন। অসমবাসীর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত চড়া সুরে প্রিয়াঙ্কা বলেন, আপনাদের ভবিষ্যত আপনাদের হাতে। আপনারাই দেশ এবং অসমের শক্তি। দায়িত্ব ভালো করে বুঝে তা পালন করতে হবে।

প্রিয়াঙ্কা ভদরা বলেন, গত পাঁচ বছর থেকে রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে রাজ্যবাসীর সার্বিক উন্নয়নে কোনও কাজ করেনি বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। ভয়ানক বন্যা পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসী যখন দিশেহারা ছিলেন, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের জন্য রাজ্যে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সে-সময় দুর্দশাগ্রস্ত রাজ্যবাসীর খোঁজখবর নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও মন্ত্রী এখানে আসেননি। করোনা সংকটের সময়ও আপনাদের হালহকিকত জানতে বিজেপির কোনও নেতা বা কেন্দ্রীয় কোনও মন্ত্রী আসেননি। কিন্তু ক্ষমতালোভী বিজেপি নির্বাচন আসতেই দরদ উথলে উঠেছে। এই বলে বিজেপি সরকারকে রাহুল গান্ধীর আদলে তুলোধোনা করেন প্রিয়াঙ্কা।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা ও তাবড় তাবড় মন্ত্রীগণ সকাল বিকাল এ-রাজ্যে আসা যাওয়া শুরু করে দিয়েছেন। এতদিন তাঁদের কাছে অসমবাসীর জন্য কোনও দরদ ছিল না। বাস্তব এই সত্য আপনাদের সামনে। তাই এবার অসমবাসীদের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বা ন জানান প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এআইসিসি নেত্রী বলেন, এবারের নির্বাচন কোনও দলের জন্য নয়। এই নির্বাচন অসমবাসীর অস্তিত্ব, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষা করার নির্বাচন। বিশেষ করে অসমের যুবক যুবতীদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করার লড়াই হচ্ছে এবারের নির্বাচন। তাই অসমকে ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট-প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান প্রিয়াঙ্কা।

এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী কর্মহীন হয়ে হতাশায় ভুগছেন। বিশ্বে যখন ক্রুড ওয়েলের মূল্য নিম্নগামী, তখন ভারতে পেট্রোল, ডিজেল সহ রান্নার গ্যাসের দাম হু হু করে বাড়ছে। দেশের সাধারণ জনতার মধ্যে আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। দেশের অর্থনীতি সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করে তলানিতে এসে ঠেকেছে। দেশের অন্নদাতাস্বরূপ কৃষককুল অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছেন। এত সবের পরও অহঙ্কারী কেন্দ্রীয় সরকার নির্লিপ্ত। সর্বক্ষেত্রে হতাশাগ্রস্ত রাজ্যবাসীকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান প্রিয়াঙ্কা।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সাত দলীয় মহাজোটের প্রার্থীদের জয়ী করে রাজ্যের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার ডাক দেন নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা। এদিন লখিমপুরের চা বাগানে যুবক যুবতীর সঙ্গে ঝুমুর নৃত্যেও অংশ নেন প্রিয়াঙ্কা।

দলকে 'পুনরুদ্ধার করতে' দুদিবসীয় অসম সফরে এসেছেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা। কংগ্রেসের 'অসম বাঁচাও' কার্যসূচির অঙ্গ হিসেবে পদযাত্রা এবং প্রতিবাদী জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন তিনি। সোমবার সকালে গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে তিনি সোজা চলে যান নীলাচল পাহাড়ে শক্তিপীঠ দেবী কামাখ্যা মন্দিরে। বিমানবন্দরে দলীয় নেত্রীকে স্বাগত জানান অসমে কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় নেতা জিতেন্দ্র সিং এবং ছয়গাঁওয়ের দলীয় বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ। বিমানবন্দর থেকে কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজা দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। কামাখ্যা মন্দির থেকে তিনি সোজা চলে যান উজান অসমের লখিমপুরে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়াল তামিলনাড়ু সরকার

চেন্নাই, ১ মার্চ (হি. স.) : সংক্রমণ রুখতে কনটেনমেন্ট জোনে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়াল তামিলনাড়ু সরকার। সেইসঙ্গে সকলকে কোভিড বিধি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাবে সংক্রমণ বেড়ে চলেছে। রবিবার তামিলনাড়ুতে লকডাউন শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আগাম সতর্কতা নিতেই ৩১ মার্চ পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে লকডাউনের মেয়াদ বাড়াল রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, রবিবার সেখানে ২,১৪১ জনের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। যার মধ্যে চেন্নাইতে রয়েছে ১,৩৭৩ জন। জানা গিয়েছে, ১ মার্চ থেকে আগামী ১২ দিন দুপুর ২ টা পর্য দোকানপাট খোলা থাকবে। তবে ওষুধপত্র সহ প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ চালু থাকবে। কয়েকজন সরকারি কর্মচারি নিয়ে খোলা থাকবে সরকারি এবং বেসরকারি অফিস। বাকিদের বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হবে। পাশাপাশি সময়সূচী অনুযায়ী বিমান এবং দূরপাল্লার ট্রেন অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যে সরকারি বাস পরিবহণ বন্ধ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। প্রোটোকল ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এদিকে, সোমবার থেকে দেশজুড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের করোনা টিকাকরণ শুরু হয়েছে। যেখানে শুরুতেই কোভ্যাক্সিন টিকা নিয়ে দেশবাসীকে ভ্যাসকিন নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কুখ্যাত ডাকাত ধৃত আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ আউটপোস্ট এর পুলিশ এক ডাকাতকে আটক করেছে। আটক ডাকাতের নাম সহদেব দাস। বাড়ি সুভাষ নগর এলাকায় ।রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সুভাষ নগরের এক কুখ্যাত ডাকাত দীর্ঘ বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কুখ্যাত ডাকাতকে দীর্ঘদিন ধরেই খোঁজছিল পুলিশ। কিন্তু তাকে কোনোভাবেই আটক করা সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে আগরতলা মহারাজগঞ্জ আউটপোস্ট এর পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে খোয়াইয়ের বিজয় গিরি দেওয়ান পাড়া থেকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। মহারাজগঞ্জ আউট পোষ্টের ওসি মঙ্গেস পাটারি জানিয়েছেন, এ এস আই সুজিত রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ খোয়াই থানার বিজয় দেওয়ান পাড়া থেকে কুখ্যাত ডাকাত সহদেব দাসকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। তাকে খোয়াই থেকে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পাঁচটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। আটক কুখ্যাত ডাকাত সহদেব দাস ২৫ বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

ভ্যাকসিন নিতে অস্বীকার করলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : সোমবার থেকে দেশে দ্বিতীয় দফায় করোনার টিকা শুরু হয়েছে। এই পর্যায়ে ৬০ বছরের বেশি বয়সী এবং গুরুতর রোগে আক্রান্ত ৪৫ বছরের বেশি বয়সীদের এই টিকা দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে করোনার ভ্যাকসিন নিতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন যে বয়স্কদের আগে যুবকদের করোনার ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা উচিত।

গোলাম নবী আজাদের পরে রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, করোনার ভ্যাকসিন পাওয়ার বিষয়ে বলেন, 'আমার বয়স ৭০ বছরের বেশি।' আমার বয়স হয়েছে আর ১০-১৫ বছরেরও বেশি সময় বেঁচে থাকব না। সরকারের উচিৎ আমার পরিবর্তে দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে থাকা তরুণদের করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া । অসুস্থতা থেকে তাদের রক্ষা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ

টিকা দেওয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের করোনার ভ্যাকসিন প্রবর্তনের বিষয়ে খাড়গে বলেছেন যে, বয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে যুবকদের টিকা দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, যুবকদের দীর্ঘজীবন বাঁচতে হবে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে তাদের নিরাপদ রাখা সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। প্রবীণরা তাদের জীবনযাপন করেছেন। আমাদের ভবিষ্যতের উপর আরও জোর দেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, আজ থেকে শুরু হওয়া টিকাকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম টিকা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ এইমস হাসপাতালে টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন টিকা নিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও ।-

আক্রান্ত বৃদ্ধা শাশুড়ি, অভিযুক্ত পুত্রপধূ গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ মার্চ।। বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভাৰ পূর্ণ গ্রাম এলাকায় গত ১০ দিন পূর্বে পূর্ণ গ্রাম এলাকার বিমল দাসেৰ স্ত্রী শিখা দাসেৰ হাতে গুরুতর আক্রান্ত হয়েছিল বিমল দাসের ৯৫ বছরের বয়স্কা মা কনা দাস। পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত কণা দাস কে এলাকার জনগণের চেষ্টায় নিয়ে যায় হাপানিয়া হাসপাতালে এবং আমতলী থানায় অভিযুক্ত পুত্রবধূ শিখা দাসেৰ বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। কিন্তু মামলার ১০ দিন পরেও অভিযুক্ত পুত্রবধূ শিখা দাস গ্রেপ্তার হয়নি।

আর এদিকে সংবাদমাধ্যমে খবর দেখে কমলাসাগর পূর্ণ গ্রাম এলাকায় কনা দাসের বাড়িতে ছুটে আসেন মানবিকতা সংস্থা। ছিলেন সংস্থার কর্ণধার অনিন্দিতা সেন, অভিজিৎ রায়, তন্ময় দাস এবং বিজয় দেবনাথ। তারা পুত্রবধুর হাতে আক্রান্ত কনা দাসের সমস্ত খোঁজ-খবর নিলেন এবং তার মুখ থেকে সমস্ত বক্তব্য শুনলেন। তার পুত্রবধু গত কয়েকবছর যাবৎ যে শারীরিক-মানসিকভাবে সেই বয়স্কা মহিলাকে আক্রমণ চালিয়ে আসছে তার প্রমাণও পেলেন এবং তার হাতে যে আঘাত করেছে তা ও দেখলেন নিজ চোখে। একটা সময় এলাকার জনগণ জড়ো হয়ে তাদের বাড়িতে সকলের মুখে একটি বক্তব্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিটিজি দপ্তরের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ মার্চ।। টিআরপি ও পিটিজি দপ্তরের (আদিম জাতি কল্যাণ দপ্তর) উদ্যোগে উদয়পুর মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চল পূর্ব-দক্ষিণ মহারানী এডিসি ভিলেজের ডুকসিংবাড়ি গ্রামে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় ।দপ্তরের দক্ষিণ ত্রিপুরা ডিভিশনের মেডিকেল ইউনিট শিবিরটি পরিচালনা করে। দপ্তরের চিকিৎসক ডাঃ অভ্র বর্মন শিবিরে উপস্থিত সকল জনজাতি মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। আজকের স্বাস্থ্য শিবিরে ম্যালেরিয়া টেস্ট, সুগার টেস্ট সহ অন্যান্য প্পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দপ্তর এর তরফ থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপস্থিত সকল গ্রামবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে ফেস মাস্ক, স্যানিটাইজার, ডেটল সাবান , টুথপেস্ট, টুথব্রাশ বিতরণ করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। দীর্ঘ ২৫ বছর বাম জামানা এবং এর আগে ১০ বছর অর্থাৎ ৩৫ বছর ধরে দাসপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের পানীয় জলের সংকট দূরীভূত করার দাবি ছিল। কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেয়নি বামেরা এমনটাই জানালেন সদ্য প্রাক্তন পৌর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। উদয়পুর ডিডাব্লিউ এস এর উদ্যোগে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্পটি উদ্বোধন করতে এসে তিনি বলেন,তৎকালীন নগর পঞ্চায়েত ও বর্তমান পৌর পরিষদের দায়িত্বে দীর্ঘ বছর যারা ছিলেন সেই সময় ১৫ যা বর্তমানে ১৭ নং ওয়ার্ড দাসপাড়া এলাকা ঘন জনবসতিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এলাকার মানুষের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ নেয়নি। বিজেপির নেতৃত্বাধীন নবগঠিত পৌর পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণের পর এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি দাবি ছিল পানীয় জলের সংকট যেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলাম দ্বাদশে ক্রমাগত শিক্ষক বদলির ডেপুটেশন ঘিরে অভিভাবকরা ও স্কুল পরিচালন কমিটি ক্ষুব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ মার্চ।। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্য স্কুলে এবং ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্যান্য স্কুলগুলিতে। যার ফলে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এ ভালো শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব দেখা দিয়েছে। পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে ছাত্র-ছাত্রীদের। এই নিয়ে স্কুল পরিচালন কমিটি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ বেজায় ক্ষুব্ধ। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শিক্ষিকা চম্পা সরকার কে ১২ বছর ধরে শহরের একটি বনেদি স্কুলে ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষক বরুণ করকে ডেপুটেশনে কুমারিয়াকুচা স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্কুলে স্নাতকোত্তর শিক্ষক বিশ্বজিৎ দেবনাথ কে সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শিক্ষিকা জুহি রায় কেও বদলি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বদলি করা হয়েছে দেবাশিস সরকার কেও। অতি সম্প্রতি স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের সবচেয়ে ভালো শিক্ষক নিহারেন্দু দাসকে ডেপুটেশনে জাম্পুইজালা স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার ফলে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছে স্কুল পরিচালন কমিটি এবং এলাকার অভিভাবক অভিভাবিকা বৃন্দ ।তাদের অভিযোগ চড়িলাম স্কুলের ভালো ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বদলি করে এবং ডেপুটেশনে অন্যান্য স্কুলে নিয়ে যাওয়ায় ফলে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা।

ক্রমাগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি এবং ডেপুটেশনের বিষয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক কে জিজ্ঞেস করা হলে উনি জানান সব বদলি এবং ডেপুটেশন আমার হাতে নেই। কিছু কিছু বদলি স্কুল ডাইরেকটোরেট থেকে করা হয়। স্কুল সূত্রে খবর ভালো ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডেপুটেশন এবং বদলি করে চড়িলাম স্কুলে প্রচুর পরিমাণে শিক্ষিকা আনা হচ্ছে। এই বিষয়টিও ভাবাচ্ছে এলাকাবাসী এবং স্কুল পরিচালন কমিটি কে। সূত্র মারফত খবর দীর্ঘদিন ধরে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এ প্রধান শিক্ষক নেই।

সহকারি প্রধান শিক্ষিকা স্কুল পরিচালনা করছেন। ভালো ভালো শিক্ষকদের বদলি করে যে সমস্ত শিক্ষিকাদের স্কুলে আনছেন তাদের গুণগত মান নিয়ে এবং পড়াশোনার ধরন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রশান্ত কিশোর এবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইসর নিযুক্ত হলেন

চণ্ডীগড়, ১ মার্চ (হি.স.) : এবার নতুন দায়িত্ব পেলেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। এবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইসর হলেন প্রশান্ত কিশোর। সোমবার টুইটারে একথা জানিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে টুইটারে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং লিখেছেন, "প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইসর হিসেবে প্রশান্ত কিশোর যোগ দিয়েছেন আমার সঙ্গে। পাঞ্জাবের মানুষের উন্নয়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।"

২০১৭ সালেও অমরেন্দ্র সিংহের নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্বে ছিল প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা 'আইপ্যাক'। কিন্তু সেই সময় তাঁর রীতিনীতি পছন্দ হয়নি অমরেন্দ্রর। প্রশান্তর ঠিক করা সমস্ত প্রচার অনুষ্ঠানই কাটছাঁট করতেন অমরেন্দ্র। তার পরেও রাজ্যে কংগ্রেসই ক্ষমতাদখল করে। সেই সময় অমরেন্দ্র জয়ের কৃতিত্ব যদিও প্রশান্তকে দিতে ভোলেননি, কিন্তু সম্পর্কের ফাটল মেলায়নি। ২০২০-তে প্রশান্তের মন্তব্যেও মনোমালিন্যের ইঙ্গিত মেলে। ফের অমরেন্দ্রর সঙ্গে কাজ করবেন কি না জানতে চাইলে সাফ জানিয়ে দেন, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দিলে তবেই ফের কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করার কথা ভাববেন।

শের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিজেপি-কে প্রতিহত করাই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিরোধী দলগুলির। বিজেপি-র বিরোধিতায় নীতীশ কুমারের সঙ্গ ত্যাগ করা প্রশান্ত তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাই 'বৃহত্তর স্বার্থ'-এ তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জল্পনা রাজনৈতিক মহলে।

তবে পঞ্জাব সরকারের একটি সূত্রের দাবি, কৃষি আন্দোলন বিজেপি-র বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পারলেও, ২০১৭-র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এখনও সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করতে পারেননি অমরেন্দ্র। সেই কাজেই হাত লাগাবেন প্রশান্ত। বাংলার ভোটপর্ব মিটিয়েই পঞ্জাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তিনি।

মানহানির মামলায় কঙ্গনার বিরুদ্ধে জারি জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা

মুম্বই, ১ মার্চ (হি.স.) : বর্ষীয়ান গীতিকার, কবি জাভেদ আখতারের দায়ের করা মানহানির মামলায় অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের নামে জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ ছিল মুম্বইয়ের আদালত। সোমবার এই নির্দেশ দিল অন্ধেরির এক নিম্ন আদালত ।আজ, আদালতে হাজিরার কথা ছিল অভিনেত্রীর। তবে অনুপস্থিত ছিলেন কঙ্গনা। এর জেরেই তাঁর নামে জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে ।এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ২৬ মার্চ।

প্রসঙ্গত, এক সর্বভারতীয় নিউজ চ্যানেলের মঞ্চে জাভেদ আখতারের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্যের জন্য গত বছর নভেম্বর মাসে কঙ্গনার বিরুদ্ধে অন্ধেরির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন বর্ষীয়ান শিল্পী। গত ৩রা ডিসেম্বর এই মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দি দেন জাভেদ আখতার। আদালতের তরফে জুহু পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দিতে ।পুলিশ, গত মাসের ১ তারিখ আদালতে রিপোর্ট জমা দেয়।

গত বছর জুলাই মাসে কঙ্গনা এক বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জাভেদ আখতারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, হৃত্বিক-কঙ্গনা বিবাদের সময় নাকি নিজেদের দীর্ঘদিনের বন্ধু রোশন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে কঙ্গনাকে 'শাসিয়েছিলেন' জাভেদ আখতার। তিনি পরিষ্কার ভাষায় কঙ্গনাকে বলেছিলেন হৃত্বিকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে, না হলে কঙ্গনার কাছে আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা খোলা থাকবে না।

এরপর বিষয়টিতে তাঁর মানহানি হয়েছে বলে কঙ্গনার বিরুদ্ধে মামলা করেন বর্ষীয়ান গীতিকার, কবি জাভেদ আখতার ।তাঁর আইনজীবী নীরঞ্জন মুন্দারগি কঙ্গনার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ নম্বর (মানহানি) ও ৫০০ নম্বর (মানহানির শাস্তি) ধারায় মামলা দায়ের করেন। তিনি মামলায় ব্যানে লিখেছেন যে, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু মামালায় কোনওরকম কারণ ছাড়াই অভিযোগকারীর (জাভেদ আখতার) নাম জড়িয়েছেন কঙ্গনা। সেখানে এও উল্লেখ করা হয় সোশ্যাল মিডিয়াতেও কয়েক লক্ষ মানুষ ওই ভিডিয়ো দেখেছেন এবং অনান্য সংবাদ মাধ্যমও ওই ভিডিয়োর বক্তব্য নিয়ে খবর করেছে যা তাঁর জন্য অপমানজনক এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে তা মানহানিকর।

ওই মামলায় অন্ধেরির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গত ১লা ফেব্রুয়ারি সমন জারি করেছিল কঙ্গনার নামে। তাঁকে আজ সশরীরে হাজির থাকতে বলা হয়েছিল আদালতে। তবে অনুপস্থিত ছিলেন কঙ্গনা। অভিনেত্রীর আইনজীবী জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা। আগামী ২৬ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

জ্বালানি তেল ও এলপিজির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সিআইটিইউ'র মিছল আগরতলা শহরে। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।